



স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

ডিজিটাল বাংলাদেশ
অর্জনের অভিজ্ঞতায়
স্মার্ট বাংলাদেশ
গড়ার প্রত্যয়ে

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ২০০৯-২০২৩



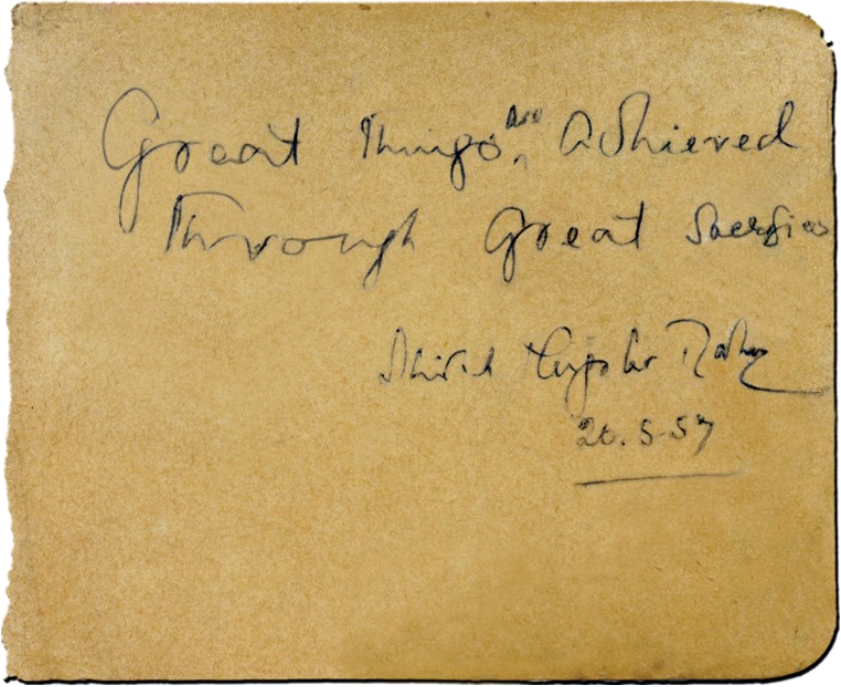
অক্টোবর, ২০২৩
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.ptd.gov.bd

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২০০৯-২০২৩



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত অটোগ্রাফ যেখানে বলা হয়েছে
মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমেই মহৎ অর্জন সাধিত হয়।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“ প্রযুক্তির উৎকর্ষতা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে, প্রতিদিন নতুন নতুন চিন্তা আসবে। এজন্য গবেষণার উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা বেশি, আমরা যদি এদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে বর্তমান বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে পারব এবং শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং সবদিক থেকে আরও এগোতে পারব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায়
'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



“

অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে, উদ্ভাবন আর গবেষণায় ভর করে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা



মোস্তাফা জব্বার

মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে উন্নয়ন ও অর্জন নিয়ে 'পরিক্রমা ২০০৯-২০২৩' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। গত ২০০৯ হতে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ উন্নয়নের বিভিন্ন সচকে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যাপক আধুনিকায়ন, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকরণ, ইন্টারনেট সংযোগ, মোবাইল ফোন ব্যবহার, আইটি পণ্য রপ্তানি আয়, জাতীয় শিক্ষাক্রমে ডিজিটাল শিক্ষা সংযোজন, আইটি প্রশিক্ষণ ও সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবা প্রবর্তন; এসব কিছু বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। এই প্রকাশনায় বিশেষভাবে গত একদশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন, অর্জন এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অংশগ্রহণ ও অবদানকে আলোকপাত করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

স্বাধীন বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মূল সূচনাকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সিদ্ধান্তেই ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ডাক অধিদপ্তর' এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডাইরেক্টরেট' নামে পুনর্গঠন; ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দেশে যোগাযোগের এক সুদূরপ্রসারী ভিত্তি রচিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর দিকনির্দেশনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের টেলিডেনসিটি প্রায় ১০৮% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৭৬%। দেশে বর্তমানে টেলিফোন সাবসক্রিপশনের সংখ্যা প্রায় ১৮.৬৫ কোটি এবং ইন্টারনেট সাবসক্রিপশনের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। একটিমাত্র আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবলের উপর নির্ভরতা থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি সাবমেরিন এবং ৭টি টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত। চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশে প্রায় ৫৮০০ জিবিপিএস আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ মহাশূন্যে নিজস্ব যোগাযোগ স্যাটেলাইটের গর্বিত অধিকারী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে আছে 3G, 4G ও পরীক্ষামূলক ৫জি প্রযুক্তির প্রচলন, বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন, দেশব্যাপী ৮,৫০০টি ডিজিটাল ডাকঘর স্থাপন, ডট বাংলা ডোমেইন চালু, ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড প্রবর্তন, ডিজিটাল কমার্স ডেলিভারি এবং মোবাইল নম্বর পোর্টাবিলিটি চালুকরণ ইত্যাদি। জনগণকে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং অনলাইন সুরক্ষায়ও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন সেট, টেলিফোন সেট, এনার্জি মিটার, অপটিক্যাল ফাইবার, এইচডিপিই ডাক্তার মত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এখন দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘের আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন অ্যান্ড ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডেরিউএসআইএস), উইটসা, অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে।

বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে সরকার ২০২১ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসাবে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে এবং এর অধীনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অর্জনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অগ্রণী ভূমিকা বিবেচনায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর জন্য কানেক্টিভিটি এবং সেবার উন্নয়ন ও নিশ্চিতের দায়িত্বও এ বিভাগের। আমরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে দেশের সমগ্র এলাকাকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির আওতায় আনতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আওতায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে বার্ষিকভাবে ৫জি সেবা প্রচলন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ এবং ২০২৪ সালে দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6 এর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্জিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং আগামীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর মূল ভিত্তি টেলিযোগাযোগ সেবা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অবদান 'পরিক্রমা ২০০৯-২০২৩' এর মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের 'পরিক্রমা ২০০৯-২০২৩' প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


মোস্তাফা জব্বার



আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ
সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার সমন্বিত সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাটি এ বিভাগের কার্যক্রমকে দৃশ্যমান করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতে সুশাসনকে নিশ্চিত করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহ্যগত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পণ্য ভিত্তিক শ্রমঘন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী অর্থনীতির সমান্তরালে চলার পরিবেশ সৃষ্টিই বর্তমানের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে দেশের ডিজিটাল সংযোগ অবকাঠামো ও সেবা উন্নয়নের কার্যক্রম চাহিদা ও সরবরাহের সুযম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের প্রায় শতভাগ ভৌগোলিক এলাকা এবং জনগোষ্ঠী টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবার আওতায় এসেছে। এ পর্যন্ত অধিকাংশ ইউনিয়নে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের পাশাপাশি অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা বিস্তৃত হয়েছে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা বিস্তৃতির লক্ষ্যে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের পাশাপাশি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহেরও সম্প্রচার করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার ও এইচডিপিই ডাক্ট এবং ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন সেট, টেলিফোন সেট, এনার্জি মিটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং অনলাইন সুরক্ষায় মোবাইল সেট নিবন্ধনসহ ক্ষতিকর কনটেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ বন্ধের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইন সামাজিক মাধ্যম পরিচালনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২০০৯-২০২৩

উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার

মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ

সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন
দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও
কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

- ড. মো. তৈয়বুর রহমান, যুগ্মসচিব
- হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব
- মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপসচিব
- এ.বি.এম সাদিকুর রহমান, উপসচিব
- মো: শরিফুর রহমান, উপপরিচালক
- পারভেজুর রহমান, বিপিএএ, সিনিয়র সহকারী সচিব

যোগাযোগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়

আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯

ই-মেইল: info@ptd.gov.bd

সূচি

	সম্পাদকীয়	১
১.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গঠন ও কার্যক্রম	২
২.	একনজরে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন	১৪
৩.	স্মার্ট বাংলাদেশ উদ্যোগের আলোকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪২
৪.	২০০৯-২০২৩ সময়কালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন	৬০
৫.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণ	৭৮



সম্পাদকীয়

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি গণতান্ত্রিক, দারিদ্র্যমুক্ত, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের অধীনে গৃহীত সরকারের উদ্যোগগুলি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দেশের অগ্রগতি শুধুমাত্র সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সুশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা, ভৌত অবকাঠামো, পরিবহন নেটওয়ার্ক, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সুরক্ষা, স্থানীয় উৎপাদন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। ২০০৯-২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও সেবার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশে উদ্ভাবনী অর্থনীতির জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করতে সফল হয়েছে।

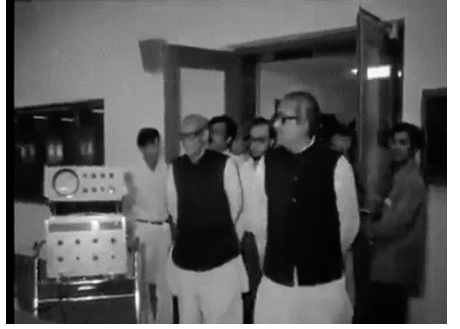
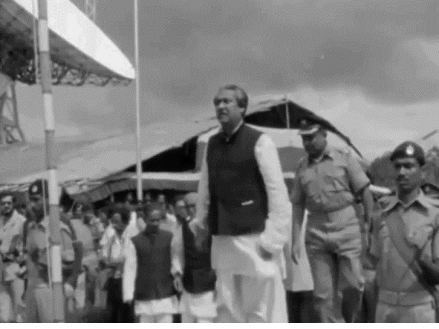
দেশের অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিভাগ (ইউএন ডিইএসএ) প্রকাশিত ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এর ২০২২ সংস্করণে বাংলাদেশ ২০২০ সংস্করণের তুলনায় আট ধাপ এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ইজিডিআই-এ বাংলাদেশ অনলাইন সার্ভিস, হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এ তিন উপসূচকেই দৃশ্যমান অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে (এনআরআই) ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। সূচকটিতে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত উপসূত্র 'অ্যাক্সেস'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮ তম। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ২০২১ সালে জাতিসংঘের ব্রডব্যান্ড কমিশনের Af-fordability Cost Target সমূহও অর্জনে সক্ষম হয়েছে। গত ২০২০ সালের সর্বশেষ Global Cybersecurity Index-এ বাংলাদেশ ২৫ ধাপ এগিয়ে ৫৩তম অবস্থানে রয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য 'পরিক্রমা ২০০৯-২০২৩' প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি প্রকাশে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্যদ অশেষ কৃতজ্ঞতা এ প্রকাশনার জন্য যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্যদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ড. মো. তৈয়বুর রহমান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
এবং
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পর্যদ



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গঠন ও কার্যক্রম



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ জুন ১৯৭৫ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বেতবুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।



□ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পটভূমি

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়ন, সূষ্ঠা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং এসংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর ন্যস্ত। স্বাধীন বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মূল সূচনাকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তেই দেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ডাক অধিদপ্তর' এবং 'টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডাইরেক্টরেট' নামে পুনর্গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি International Postal Union (UPU) এবং একই বছরে International Telecommunication Union (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সাথে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের যোগাযোগের এক সুদূরপ্রসারী ভিত্তি রচিত হয়।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন, অবকাঠামো স্থাপন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা এবং সূষ্ঠা পরিচালনার প্রয়োজনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে তুলনামূলক ঘন ঘন পরিবর্তন এসেছে। প্রাথমিক অবস্থায় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও দেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ১৯৮২ হতে ১৯৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক, নৌ ও রেলওয়ে যোগাযোগ সম্পর্কিত পৃথক তিনটি বিভাগের পাশাপাশি 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ'-এর অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে পুনরায় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসাবে গঠিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হিসাবে পুনর্গঠিত হয়।

□ লক্ষ্য

জনগণের জন্য সশ্রমী, মানসম্পন্ন এবং সমসাময়িক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ।

□ উদ্দেশ্য

- ▶ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা; দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা; এবং
- ▶ জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান।

□ কার্যাবলি

Rules of Business, 1996 এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এ উল্লিখিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশোধনপূর্বক গত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- ▶ ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তাদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনা;



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

- ▶ ডাক সুবিধা ও সেবাসমূহ, পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম, ডাক জীবনবীমা, ডাক প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কুরিয়ার সেবাসমূহ, ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন এজেন্সি সেবা, ডাক ও ও টেলিযোগাযোগ খাতে লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণ (Regulation);
- ▶ দেশে ও বিদেশে দূর-আলাপন, ন্যারোব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ইন্ট্রানিট, তথ্য যোগাযোগ এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবাসহ সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা; প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও পরিষেবা প্রদানকারীসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ শিল্প;
- ▶ নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার তথ্য ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ উপগ্রহ এবং উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র ইত্যাদিসহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রদত্ত তৃতীয় পক্ষীয় অ্যাপ্লিকেশন (over the top Application) সেবাসমূহ;
- ▶ বেতার তরঙ্গ, Telephone Numbering, IP Address, Country Code Top Level Domains এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সনাক্তকারী নম্বরসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সম্পদসমূহ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও উপাদানসমূহের পাশাপাশি তাদের ব্যবহার/ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সাইবার নিরাপত্তা; টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ;
- ▶ টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট মান (standard), প্রটোকল (protocol), প্রক্রিয়া (procedure) এবং নিয়মাবলি (codes); ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডি), মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তার বিকাশ; বিভাগের অধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহ;
- ▶ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ, বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার সার্ভিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম, আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- ▶ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সত্তার সাথে প্রোটোকল এবং চুক্তি স্বাক্ষর; এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয় সকল আইন, বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত, অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফি ও চার্জ (আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত)।

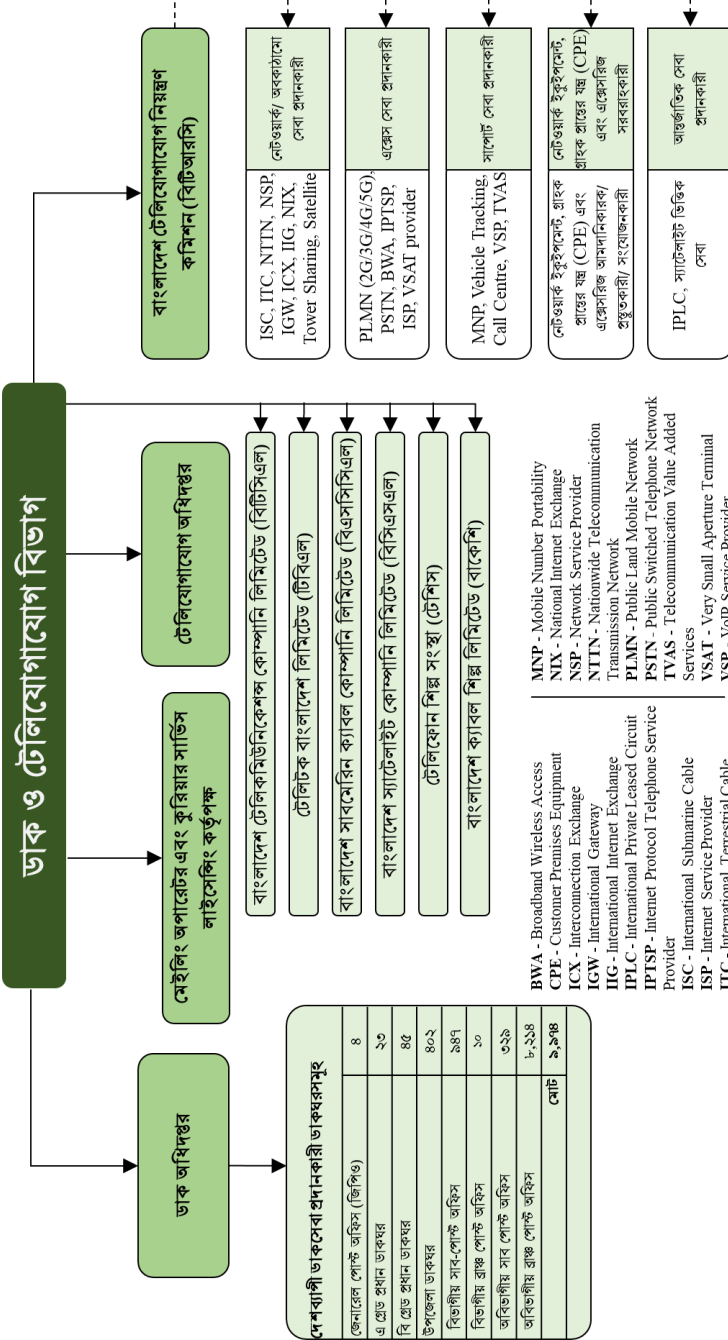


গত ১২ মে ২০১৮ বাংলাদেশ সময় রাত ২:১৪ মিনিট-এ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরাল-এ অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়।



□ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড





□ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

▶ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

▶ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের মুখ্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সব ধরনের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত আছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত কপার ক্যাবল, ওয়্যারলেস-মাইক্রোওয়েভ ও অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশের সকল জেলা, উপজেলা এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিয়নকে সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসাধারণ এসব নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জসমূহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভয়েস ও ডাটা-ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন। একটি বৃহৎ টেলিকম ক্যারিয়ার ও অপারেটর হিসেবে বিটিসিএল দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত।

▶ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সেলুলার মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। দুই হাজার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ প্রতিষ্ঠানটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে যাত্রা শুরু করে। টেলিটক প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৪টি জেলা শহরে ৬৩৪টি base transceiver station (BTS) নিয়ে ৩১ মার্চ ২০০৫ থেকে বাণিজ্যিকভাবে 2G মোবাইল সেবা প্রদান শুরু করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ 3G, 4G এবং সর্বশেষ 5G প্রযুক্তি চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী জনবল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

▶ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, যা জুলাই ২০০৮-এ প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এবং বর্তমানে SEA-ME-WE-4 এবং SEA-ME-WE-5 এ দুটি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি মহাসড়কে সংযুক্ত রেখেছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ক্যাপাসিটি ব্যাপক বৃদ্ধি, সারা দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাসের জন্য বিএসসিসিএল আস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিএসসিসিএল দেশের চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি করে থাকে। প্রকিষ্ঠানের অধীনে আরও একটি আন্তর্জাতিক ক্যাবল SEA-ME-WE-6 এর সাথে সংযোগের কাজ চলমান।

▶ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এঞ্জি এবং তৎকালীন সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে টঙ্গীতে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) নামে প্রতিষ্ঠানটিকে তেলে সাজান। ২০০৮ সালে টেশিসের সকল শেয়ার সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নামে হস্তান্তরিত হয় এবং ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল ব্রান্ড টেশিস ল্যাপটপের শুভ উদ্বোধন করেন। এর পূর্বে টেশিস স্টেনো সেট, টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে আসছিল। একে একে টেশিস এর পণ্যসম্ভারে যোগ হয়েছে দোয়েল ব্রান্ডের ডেক্সটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, সাউন্ড বক্স, স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার, SDH MUX, Sattelite Moudular, IP based PABX প্রভৃতি ডিজিটাল ডিভাইস।



▶ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

১৯৬৭ সালে তৎকালীন সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেক্স এজি'র যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মেশিন সংযোজনের মাধ্যমে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত HDPE Silicon Duct তৈরির প্ল্যান্টও স্থাপন করা হয়েছে এবং প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং GPON ও FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। বাকেশি সুপার এনামেল কপার ওয়্যারও উৎপাদন করে থাকে।

▶ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে সর্বাধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর [Department of Telecommunications (DoT)] সৃষ্টি হয়। নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনার জন্য স্থাপিত সাইবার শ্রেট ডিটেকশন ও রেসপন্স সেন্টার টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

▶ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সময় ১২ মে ২০১৮ তারিখ রাত ২:১৪ মিনিটে সফলভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপিত হয়। স্যাটেলাইটটির কারিগরি ও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা, স্যাটেলাইট সেবার প্রসার এবং স্যাটেলাইট সেবা খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ পরিচালনার জন্য Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) গঠনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস-এর নিকট থেকে ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে BCSCL নিবন্ধন গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে BCSCL নামে পরিচালিত হলেও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় Bangladesh Satellite Company Limited (BSCL) হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয়।



সজীব ওয়াজেদ জয় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন, গাজীপুর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, গাজীপুর এবং সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, বেতবুনিয়া উদ্বোধন করেন।



মুক্তিযুদ্ধকালীন
প্রতিষ্ঠিত
বাংলাদেশ মুক্তি
ফৌজ ডাকঘর।

► ডাক অধিদপ্তর

ডাক অধিদপ্তর একটি ঐতিহ্যবাহী সেবামূলী প্রতিষ্ঠান যা সুদীর্ঘ সময় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৭১ সালের ৬ মে যশোরের শার্শা উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কাশিপুরে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট (৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট) প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর ‘সেবাই আদর্শ’ শ্লোগানে ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭তম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union (UPU) -এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। স্থায়ীভাবে প্রথম ডাকটিকেট চালু করা হয় সিন্ধুতে ১৮৫২ সালে। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় সদর দপ্তর করে ইস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে আসাম-বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ঢাকার সদরঘাটে স্থাপিত হয় প্রথম জিপিও।

১৯৫০ সালে ঢাকার সদরঘাট থেকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে জিপিও স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে বর্তমান জিপিও ভবন নির্মাণ করা হয়; তৎকালীন ডাক অধিদপ্তরের মূল কাজ ছিল ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি। পরবর্তীতে এসকল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম এবং মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কার্যক্রম। বর্তমানে ডাক অধিদপ্তর তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে ডাক সেবাসমূহকে রূপান্তর করে চলেছে। দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সেবা প্রদান করে থাকে।

► মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কুরিয়ার সার্ভিসকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস অ্যান্ড, ১৮৯৮-এর ধারা ৪ এবং ধারা ৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে আইনের সংশোধনী অনুযায়ী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালার কতিপয় বিষয়ে রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি গঠন এবং কুরিয়ার সার্ভিসের লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্য পদ গ্রহণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদানপূর্বক উক্ত মামলার রায় ঘোষণা করেন। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ প্রণীত হয় এবং এর আলোকে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে।



□ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা



International Telecommunication Union (ITU)



Universal Postal Union (UPU)



Asia Pacific Telecommunity (APT)



Commonwealth Telecommunication Organization (CTO)



Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)



Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)



GSM Association (GSMA)



Asian-Pacific Postal Union (APPU)



International Organization for Standardization (ISO)



United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)



Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)



United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)



International Telecommunications Satellite Organization (ITUO)



International Telecommunications Satellites (INTELSAT)



International Maritime Satellites (INMARSAT)



3rd Generation Partnership Project (3GPP)



European Telecommunications Standards Institute (ETSI)



Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)



Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)



South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)



South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC)



□ বাংলাদেশের রূপকল্পের গতিপথ (ভিশন ট্র্যাজেক্টরি) অনুযায়ী কার্যক্রম



জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের ভিশন ট্র্যাজেক্টরি অনুযায়ী সাশ্রয়ী, সর্বজনীন, সার্বক্ষণিক এবং আধুনিক প্রযুক্তির ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিনির্মাণ, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সদা সচেষ্ট।



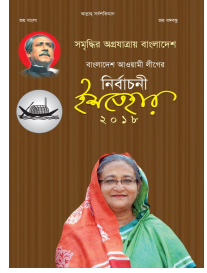
□ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক দলিলসমূহ



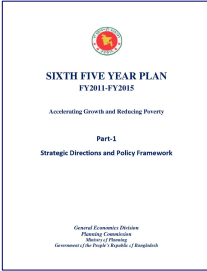
নির্বাচনী ইশতেহার, ২০০৮



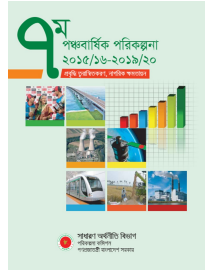
নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪



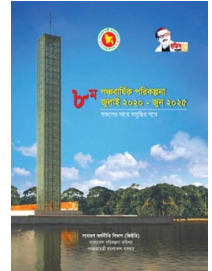
নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮



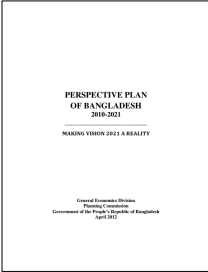
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)



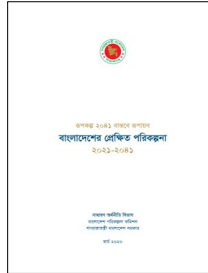
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০)



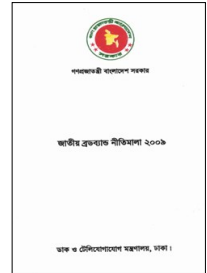
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)



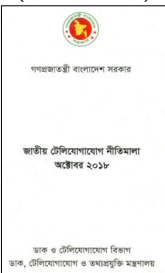
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)



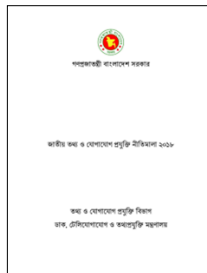
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)



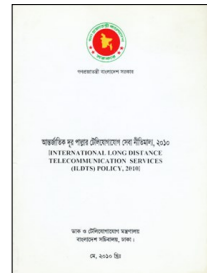
জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯



জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮



জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮



আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল Hammadou Toure এর নিকট হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় গৃহীত সরকারের উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।



একনজরে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন



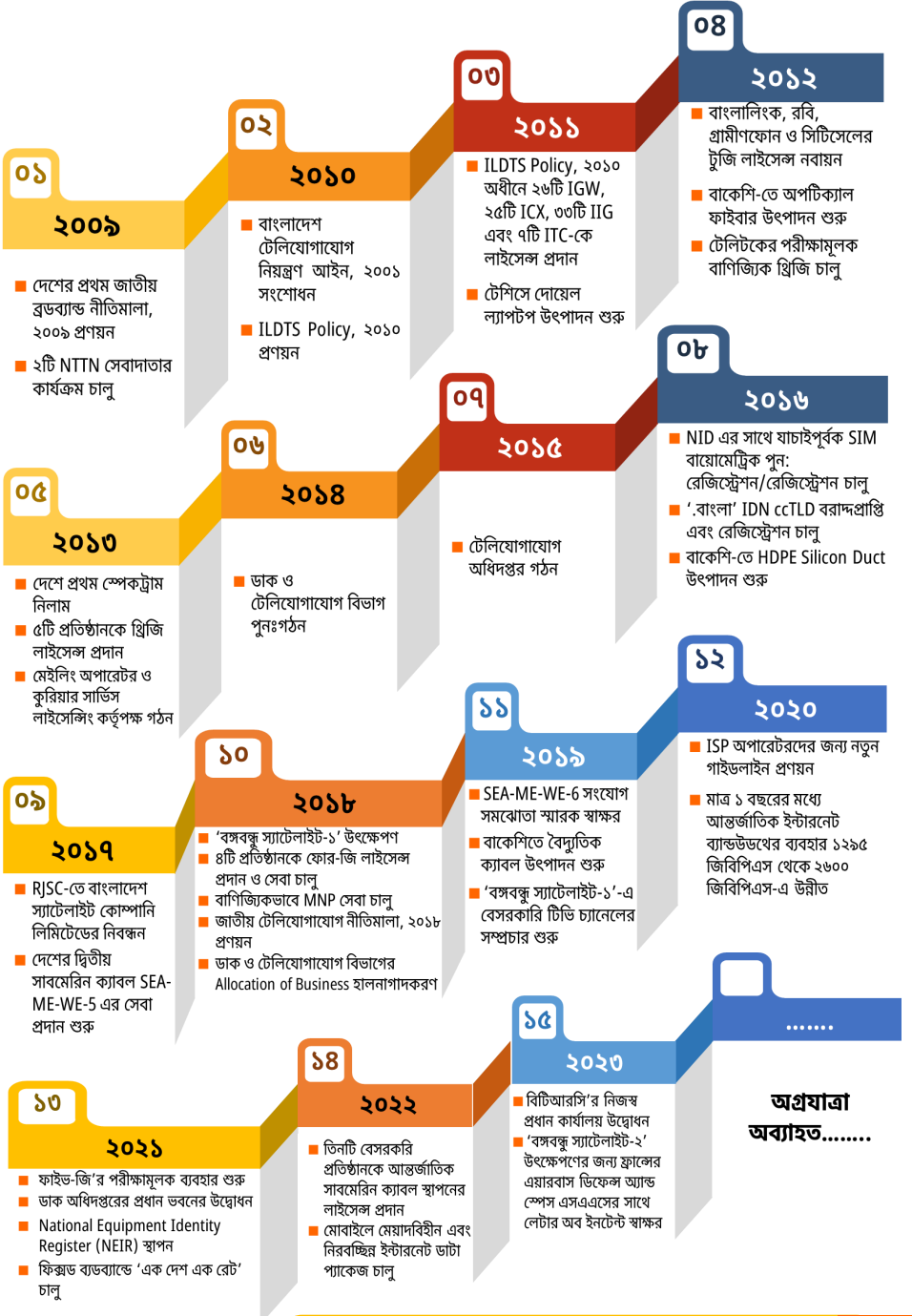
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে গণভবনে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় মোট ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক মরহুম ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট এবং উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।



□ একনজরে গত ১৫ বছরে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের মাইলস্টোনসমূহ





□ ২০০৯-২০২৩ সময়কালে অবকাঠামোগত উন্নয়ন



আন্তর্জাতিক সংযোগ

 সাবমেরিন ক্যাবল	 টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল	 স্যাটেলাইট
২টি বিদ্যমান	৭টি বিদ্যমান	১টি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়
৪টি চলমান		জিও অবজারভেটরি স্যাটেলাইট কন্সটেলেশন
৪টি অপারেটর	নতুন রুট পরিকল্পনাধীন	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ২ উৎক্ষেপণের প্রক্রিয়া চলমান

ডোমেস্টিক ট্রান্সমিশন

 ব্যাকবোন ট্রান্সমিশন	 অপটিক্যাল ফাইবারের উপস্থিতি
৬টি বিদ্যমান নেশনওয়াইড ট্রান্সমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান	৬৪টি জেলা ৪৯২টি উপজেলা ৪৫৫৪টি ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো ৪০টি দুর্গম ইউনিয়ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযুক্ত
ক্যাপাসিটি আপগ্রেডেশন চলমান প্রক্রিয়া	

ফিক্সড ও ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস

 ফিক্সড ব্রডব্যান্ড	 মোবাইল ব্রডব্যান্ড
২৮৯৭টি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ১১৮টি নেশনওয়াইড আইএসপি	৪টি টু-জি, থ্রি-জি ও ফোর- জি অপারেটর; ৯৯% ভৌগোলিক এলাকা ও প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী নেটওয়ার্কের আওতায়
FTTx, GPON, ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস বা xDSL প্রযুক্তিতে সেবা প্রদান করে থাকে	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ফাইভ-জি এর পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক সেবা চলমান



□ ২০০৯-২০২৩ সময়কালে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ ইন্ডিকেটরসমূহের তুলনামূলক চিত্র

ইন্ডিকেটর	ডিসেম্বর ২০০৮	আগস্ট ২০২৩
টেলিডেনসিটি (মোবাইল+পিএসটিএন) ▶	৩২%	১০৯%
সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা (2G/ 3G/4G) ▶	৪.৪৬ কোটি	১৮.৮৬৪ কোটি
ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা ▶	০.৪০ কোটি	১৩.১৯৪ কোটি
ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ▶	১.৪ লক্ষ	১.২১৫ কোটি
মোবাইল ইন্টারনেট ▶	৩৮.৬ লক্ষ	১১.৯৭৯ কোটি
ইন্টারনেট ঘনত্ব ▶	২.৭০%	৭৬.২৭%
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক সর্বনিম্ন মূল্য (প্রতি Mbps) ▶	২৭,০০০ টাকা (IIG পর্যায়ে)	২৪৭ টাকা (IIG পর্যায়ে) ৬০ টাকা (গ্রাহক পর্যায়ে ১:৮ কনটেনশন রেশিও)
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ▶	৭.৫ Gbps	৫,০০০+ Gbps
2G সংযোগ সংখ্যা ▶	৪.৪৬ কোটি	৬.৬৫ কোটি
3G সংযোগ সংখ্যা ▶	--	২.৫৮ কোটি
4G সংযোগ সংখ্যা ▶	--	৯.৬৩ কোটি
5G সংযোগ সংখ্যা ▶	--	২০০+
মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন ▶	০	৯৭% (১৫টি উৎপাদনকারী)

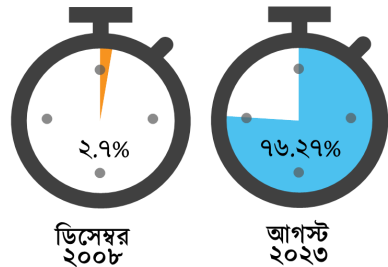
টেলিফোন সংযোগ (পিএসটিএন ও টু-জি, থ্রি-জি, ফোর-জি মোবাইল)

ডিসেম্বর
২০০৮৪.৬০
কোটিআগস্ট
২০২৩১৮.৮৬
কোটি

টেলিডেনসিটি

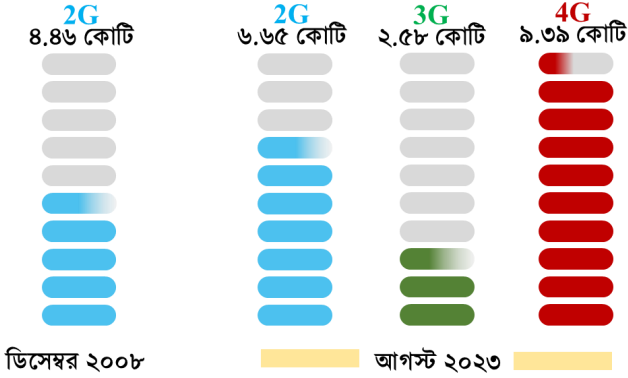


ইন্টারনেট ডেনসিটি

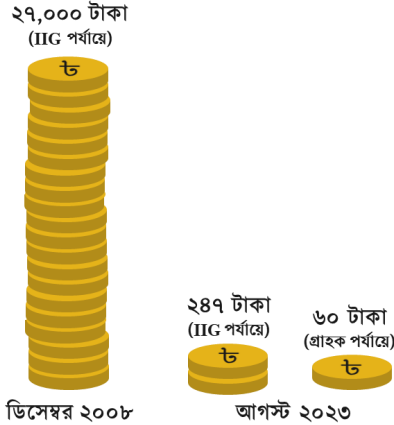




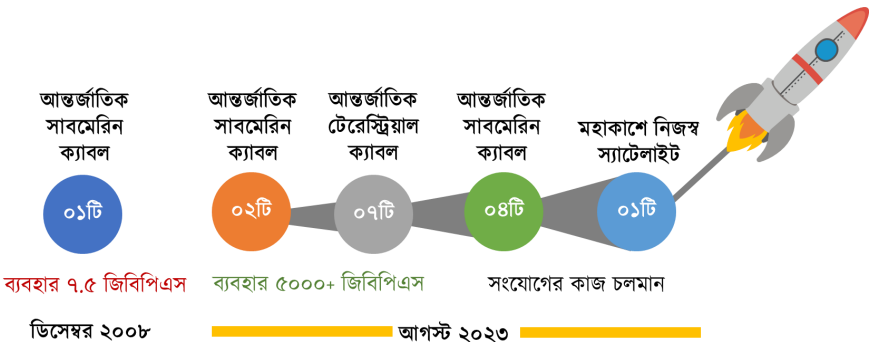
2G, 3G ও 4G সংযোগ



ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক সর্বনিম্ন মূল্য (প্রতি Mbps)



আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার

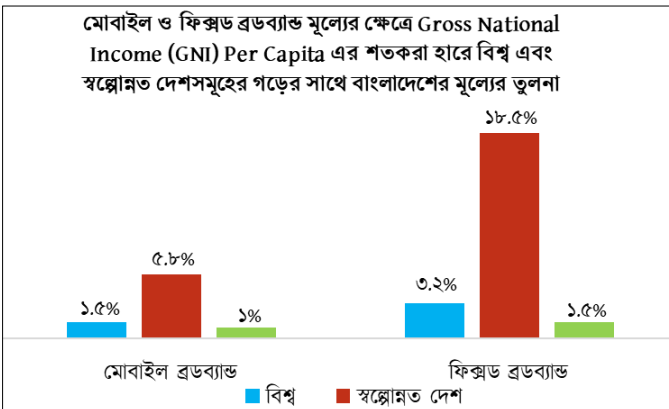
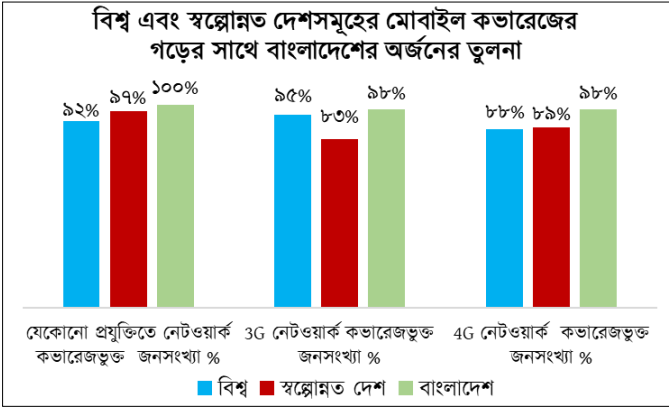


□ আন্তর্জাতিক সূচক/লক্ষ্যমাত্রাসমূহে অর্জন

ITU প্রকাশিত Measuring Digital Development প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি



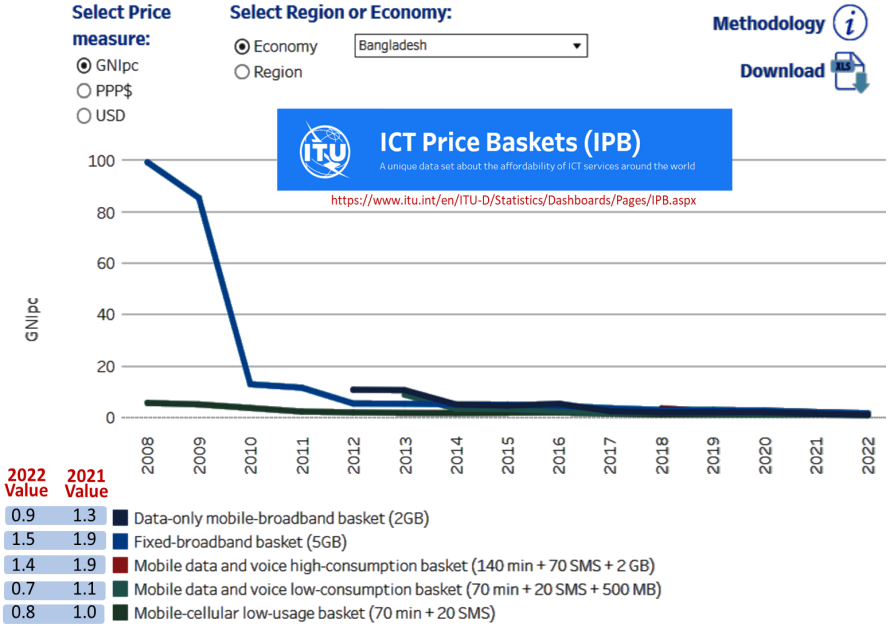
বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তথ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন ‘Measuring Digital Development’ প্রতিবেদন মার্চ ২০২৩-এ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিশ্ব এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মোবাইল কভারেজের গড়ের চাইতে বাংলাদেশের কভারেজ সুস্পষ্টভাবে বেশি এবং প্রায় শতভাগ। পাশাপাশি, Gross National Income (GNI) Per Capita এর শতকরা হারের ভিত্তিতে মোবাইল ও ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের মূল্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের গড়ের চাইতে বাংলাদেশে মোবাইল ও ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের মূল্য অনেক কম। এ অর্জন, জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগামী ভূমিকাকে নির্দেশ করে।





□ আন্তর্জাতিক সূচক/লক্ষ্যমাত্রাসমূহে অর্জন

ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development কর্তৃক প্রবর্তিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 (Make Broadband Affordable)-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে;



- ▶ Broadband Advocacy Target-2 এর মূল চাহিদা হলো ২০২৫ এর মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহে এন্ট্রি লেভেলের ব্রডব্যান্ড সেবার মূল্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI) Per Capita) এর ২% এর নিচে নামিয়ে আনা;
- ▶ ITU প্রকাশিত ICT Price Baskets (IPB) ডাটা হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যেই Data Only mobile-broadband Basket (2GB), Fixed Broadband Basket (5GB), Mobile data and voice high-consumption Basket (140 min + 70 SMS + 2 GB), Mobile Data and voice Low-consumption Basket (70 min + 20 SMS + 500 MB), Mobile-cellular Low-usage Basket (70 min + 20 SMS) এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতেই প্রাথমিক ব্রডব্যান্ডের মূল্য GNI Per Capita'র ২% এর নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে; ২০২২ সালের তথ্য হতে দেখা যায় যে, সকল ক্যাটাগরিতেই ব্রডব্যান্ডের মূল্য আরও কমেছে।
- ▶ Broadband Commission নির্ধারিত অন্যান্য Advocacy Target সমূহ অর্থাৎ **Target-1: Make Broadband Policy Universal**, **Target-3: Get Everyone Online**, **Target-4: Promote Digital Skills Development**, **Target-5: Increase use of E-Finance**, **Target-6: Get MSME's Online**, **Target-7: Bridge the Gender Digital Divide** এর মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

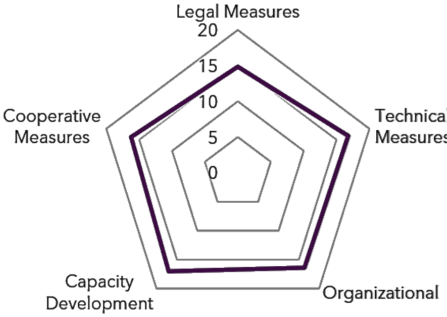


□ আন্তর্জাতিক সূচক/লক্ষ্যমাত্রাসমূহে অর্জন

Global Cybersecurity Index (GCI), 2020-এ বাংলাদেশের ২৫ ধাপ অগ্রগতি

International Telecommunication Union (ITU) গত ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 প্রকাশ করে। সূচকে বাংলাদেশ ১৮২টি বিবেচিত দেশের মধ্যে ৫৩তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের GCI-তে ১৭৫টি বিবেচিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮তম। সূচক প্রণয়নে Global Cybersecurity Agenda (GCA) এর পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ Legal Measures, Technical Measures, Organizational Measures, Capacity Development এবং Cooperative Measures সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ছকবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সংগ্রহ করা হয়। GCI 2020-তে বাংলাদেশের স্কোর ৮১.২৭ এবং সূচকে প্রথম হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর ১০০।

Bangladesh (People's Republic of)



Development Level:
Developing Country, Least Developed Country (LDC)

Area(s) of Relative Strength
Capacity Development,
Technical Measures

Area(s) of Potential Growth
Legal Measures

Overall Score	Legal Measures	Technical Measures	Organizational Measures	Capacity Development	Cooperative Measures
81.27	14.86	16.77	16.39	17.03	16.22

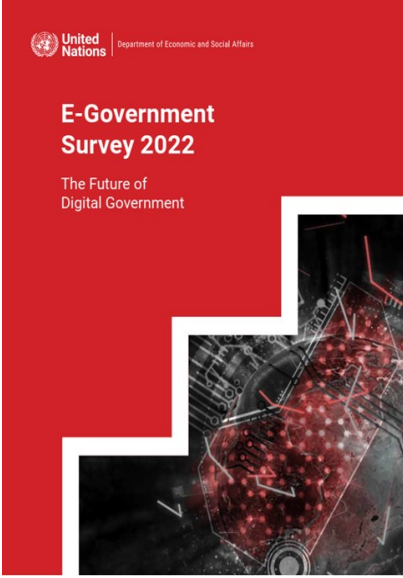
Source: ITU Global Cybersecurity Index v4, 2020

GCI, 2020-তে বাংলাদেশ Global Cybersecurity Agenda (GCA) এর পাঁচটি স্তম্ভের ক্ষেত্রেই সুসমভাবে উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০, জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮, জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এবং বিভিন্ন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ও জাতীয় Computer Incident Response Team (CIRT) [BGD e-GOV CIRT] প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয় অন্তর্ভুক্তি, জনগণের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে GCI-তে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।



□ আন্তর্জাতিক সূচক /লক্ষ্যমাত্রাসমূহে অর্জন

জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এ অগ্রগতি



▶ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিভাগ (UN DESA) দুই বছর অন্তর জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ই-গভর্নমেন্ট ও ডিজিটাল ডিভাইড এর বিদ্যমান অবস্থা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করে E-Government Development Index (EGDI) প্রকাশ করে থাকে। এ সংক্রান্ত রিপোর্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশসমূহের সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগসমূহ যাচাই ও পরীক্ষাপূর্বক নীতি ও কৌশল অবহিত করা হয়।

▶ EGDI-এ অবস্থান নির্ধারণে Online Service, Human Capital এবং Telecommunication Infrastructure-কে সমান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে-

$$EGDI = \frac{1}{3} (OSI_{normalized} + TII_{normalized} + HCI_{normalized})$$

OSI (Online Service Index), Telecommunication Infrastructure Index (TII), Human Capital Index (HCI)

▶ ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এর ২০২২ সংস্করণে বাংলাদেশ ২০২০ সংস্করণের তুলনায় ০৮ ধাপ এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। অনলাইন সার্ভিস, হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই তিন উপ-সূচকেই দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নরূপ-

সন	অবস্থান
২০১২	১৫০
২০১৪	১৪৮
২০১৬	১২৪
২০১৮	১১৫
২০২০	১১৯
২০২২	১১১

▶ E-Government Development Index, 2018 -এ বাংলাদেশের Telecommunication Infrastructure Index (TII) মান ছিল ০.১৯৭৬, যা ২০২০ সালে ০.৩৭১৭ এবং ২০২২ সালে ০.৪৪৬৯ এ উন্নীত হয়।

▶ E-Government Development Index, 2022 -এ বিভিন্ন উপসূচকসহ বাংলাদেশের প্রাপ্ত মান নিম্নরূপ-

Country	Rating class	EGDI rank	Subregion	OSI value	HCI value	TII value	EGDI (2022)	EGDI (2020)
Bangladesh	H2	111	Southern Asia	0.6521	0.5900	0.4469	0.5630	0.5189

□ আন্তর্জাতিক সূচক/লক্ষ্যমাত্রাসমূহে অর্জন

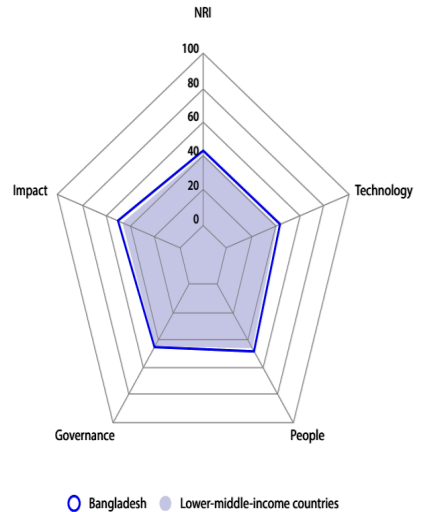
নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে (এনআরআই)-এ অগ্রগতি

- ▶ Network Readiness Index (NRI) প্রথম প্রকাশিত হয় 2002 সালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগকে কাজে লাগাতে দেশগুলির প্রস্তুতির মাত্রা পরিমাপ করার লক্ষ্যে সূচকটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম দ্বারা কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ও INSEAD-এর সহযোগিতায় তাদের বার্ষিক বৈশ্বিক তথ্য প্রযুক্তি রিপোর্টের অংশ হিসাবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে আসছিল।
- ▶ ২০১৯ সালে সূচকটি নতুনভাবে মডেলিং করা হয়। সমসাময়িক বিষয়সমূহ, গভর্নেন্স, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের উপর প্রভাব এ সূচকের মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তমূলক উন্নয়নে অর্থনীতিসমূহ কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহের ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে এ সূচকের ফ্রেমওয়ার্ক একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে থাকে।



- ▶ Network Readiness Index -এর নতুন মডেলের চতুর্থ সংস্করণ ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮-তম। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সবল দিক হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার, সশ্রয়ী মূল্য, টেলিযোগাযোগ সেবায় বিনিয়োগ, ডিজিটাল লেনদেনে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমিয়ে আনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপসত্ত্ব 'অ্যাক্সেস'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮ তম। Network Readiness Index, 2022-এর বিভিন্ন উপসত্ত্ব বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নরূপ-

	Rank (Out of 131)	Score
Network Readiness Index	88	42.74
Pillar/sub-pillar	Rank	Score
A. Technology pillar	81	41.24
1st sub-pillar: Access	58	67.49
2nd sub-pillar: Content	82	32.18
3rd sub-pillar: Future Technologies	99	24.05
B. People pillar	92	35.72
1st sub-pillar: Individuals	100	34.41
2nd sub-pillar: Businesses	79	37.15
3rd sub-pillar: Governments	88	35.59
C. Governance pillar	101	44.79
1st sub-pillar: Trust	88	34.48
2nd sub-pillar: Regulation	117	44.48
3rd sub-pillar: Inclusion	85	55.40
D. Impact pillar	88	49.23
1st sub-pillar: Economy	77	28.83
2nd sub-pillar: Quality of Life	72	66.88
3rd sub-pillar: SDG Contribution	110	51.97





২০০৯-২০২৩ সময়কালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম ও অর্জনের সংক্ষিপ্তসার

□ আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০), বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯; পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০); সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৩; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২; The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018;
- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮; আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় ব্রডব্যন্ড নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮);

□ টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গাইডলাইন

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; 3G সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৩; 4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৭; সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম ও সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; মোবাইল নাম্বার পোর্টারিবিলাটি রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৬; টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন ও রেগুলেটরি গাইডলাইন, ২০১৮; টাওয়ার শেয়ারিং রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৮; স্যাটেলাইট অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০২২;

□ টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা বিপণনসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন;
- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন;
- দেশে বেসরকারি খাতের মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন;

□ টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন

- গত ১২ মে ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপসহ সারাদেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদানের পাশাপাশি ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) এর ন্যায় বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ
নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন

শুভ উদ্বোধন করেন
শেখ হাসিনা, এম.পি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ ভাদ্র ১৪৩০
২০ আগস্ট ২০২৩



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত ১৫ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' (বিটিআরসি) ভবন উদ্বোধন করেন।

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Price Water House Coopers (PwC)-এর দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের টেকনিক্যাল অংশের আলোকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের বিষয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ফ্রান্সের সম্মানিত প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে বিএসসিএল এবং ফ্রান্সের এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএএসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম-সম্পর্কিত সহযোগিতার বিষয়ে লেটার অব ইন্টেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরিত হয়।
- স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থাপনা দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২ মে ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ সময় রাত ২:১৪ মিনিটে মহাশূন্যে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করেন।

- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং অধুনালুপ্ত সিটিসেলের 2G লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লাইসেন্সসমূহ নতুন গাইডলাইন ও শর্তের আলোকে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি MHz তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল;
- গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিলামে প্রতি MHz 3G স্পেকট্রাম (২১০০ MHz ব্যান্ড) ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে; গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 3G সেবা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক এলাকার ৯৮.৪ ভাগ বর্তমানে 3G নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত;
- গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নিলামে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ ১৮০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ৩১ মিলিয়ন ডলার এবং ২১০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ২৭ মিলিয়ন ডলার দরে মোট ১৫.৬ MHz স্পেকট্রাম ৪৬৩.৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে;
- গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ১৮০০ MHz ব্যান্ড থেকে ৭.৪ MHz ও ২১০০ MHz ব্যান্ড থেকে ২০ MHz তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার বরাদ্দ মূল্য বাবদ আয় ভ্যাটসহ ৩,০৫২.১৯ কোটি টাকা;
- সকল মোবাইল অপারেটর প্রতিদিনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ GHz ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১০০ MHz (১০ MHz ১০টি ব্লক) এবং ২.৬ GHz ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১২০ GHz (১০ GHz ১২টি ব্লক) এর তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৯০ MHz তরঙ্গ (ভ্যাট ব্যতীত) ১.২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (১০,৬৪৫.৭০ কোটি টাকা) ১৫ বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে টেলিটকের 3G সেবা শুভ উদ্বোধন করেন।

- বার্ষিক তরঙ্গ চার্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে 2G, 3G ও 4G-এলটিই লাইসেন্সের শর্তের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক Contribution Factor ও Band Factor -এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনপূর্বক তরঙ্গের প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের স্বার্থে একীভূত Contribution Factor ও Band Factor ঘোষণা করা হয়েছে। ০১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে পরিবর্তিত ফর্মুলাটি কার্যকর করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ উপলক্ষে অর্ধেক খরচে অর্থাৎ ভ্যাট ব্যতীত সর্বোচ্চ ২৫ পয়সা খরচে বাংলায় SMS সেবা চালু করা হয়েছে;
- টেলিটক সারাদেশে প্রায় ৫,৬৬৪টি 2G BTS এবং ৪,৮৮২টি 2G NodeB এবং ৩,৫৩৭টি 4G e-NodeB এর মাধ্যমে সকল জেলা শহরে ও ৪৮৭টি উপজেলায় 3G ও 4G মোবাইল সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে টেলিটকের সর্বমোট ৬৯টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার, ২১টি কাস্টমার কেয়ার পয়েন্ট, ১টি কল সেন্টার (১২১) আছে। টেলিটকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬৭.৫ লক্ষ। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিটক জনগণকে ই-সেবা প্রদান করছে;
- ২০০৬ সালে চালুকৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বর্তমানে ৬০০ Gbps-এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ব্যান্ডউইডথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের অপটিক্যাল ফাইবার (প্রটেকশন) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ Gbps ক্যাপাসিটির অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ Gbps এ রূপান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্সধারী বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসমূহও কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাকহল লিংক স্থাপন করে সেবা প্রদান করছে;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ও বাংলাদেশে SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

- ‘১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প’ ডিসেম্বর ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ১২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- বিটিসিএল কর্তৃক ‘টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) ভিত্তিক FTTx (Office/home/building) System চালু করা হয়েছে;
- দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর ‘ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন’ পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন ও সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিদ্যমান দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের বর্তমান মোট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি প্রায় ৩৪২০ Gbps। দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ চাহিদার প্রায় ৫২% বর্তমানে বিএসসিসিএল-এর মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে;
- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে এটি চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। 2MIU বিনিয়োগের ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি হবে ১৩,২০০ জিবিপিএস;
- ‘উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৩৪৯টি উপজেলায় ৯০০০ কি.মি. এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সফলিষ্ঠ যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী NTTN অপারেটরগণও প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। ফলে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে; প্রায় ৩,৪৭৩টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গণভবনে ‘বাংলা’ ডোমেইন শুভ উদ্বোধন করেন।

- বিটিসিএল কর্তৃক ‘Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi-media Subsystem) Platform, FTTx Technology এর AGW (Access Gate Way), GPON (Gigabit Passive Optical Network) ও MDU (Multi Dwelling Unit) -এর মাধ্যমে Fixed Access Network এবং বিটিসিএল এর IP Network স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট, ট্রান্সমিশন ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ১৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে IIG ও NNTN সেবার বিভিন্ন লেয়ারের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ করে দেয়া হয়;
- সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গ্রাহকদের সুবিধার্থে গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের স্ল্যাবভিত্তিক ‘এক দেশ এক রেট’ ট্যারিফটি উদ্বোধন করা হয়। নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী ৫ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, ১০ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা এবং ২০ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ১,২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়;
- ‘দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন’ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫৮৭টি সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে বিটিসিএল এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে ৪৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে;
- মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যেকোনো মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Mobile Number Portability Services (MNPS) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে Porting কার্যক্রম শুরু করে। গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mobile Number Portability (MNP) সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন;



প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তির বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলক সেবা উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়, সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ধানমন্ডি-৩২ এবং শের-ই-বাংলা নগরে এই সেবা চালু করা হয়েছে।

- বিটিসিএলসহ ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুইটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য IGW, ICX, IIG, NIX, VSP, ISP, IPTSP, NTTN, NSP, Vehicle Tracking Service, MNP, Tower Sharing, TVAS ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ডট বাংলা ('বাংলা' .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে 'বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় 3G সেবা উদ্বোধন করেন;
- প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিটক এর মাধ্যমে দেশের ছয়টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্যিক ৫জি সেবার শুভ উদ্বোধন করেন।
- গত ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে Regulatory and Licensing Guideline for Tower Sharing License জারি করা হয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে চারটি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing License প্রদান করা হয়।

□ ডিজিটাল মাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে পর্ণো-সাইটসহ দেশের মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ওয়েবসাইট বা কনটেন্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ধরনের ২২ হাজার পর্ণসাইট ও ২ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে;



প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিটিসিএল কর্তৃক দেশের ১৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত Wi-fi Network উদ্বোধন করেন।

- দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন IIG PoP স্থাপনের প্রেক্ষাপটে রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন পর্যায়ে সিটিডিআর সিস্টেমের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপাসিটি আরও বৃদ্ধির প্রয়োজনে 'সাইবার শ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স-ফেজ ২' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে গ্রাহকগণের তথ্য যাচাইপূর্বক SIM/RUIM পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চালু করা হয়েছে এবং নতুন সংযোগ গ্রহণে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৩১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটর মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরের মোট ২০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩ শত ৭৬টি SIM/RUIM বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন, অবৈধ কল টার্মিনেশন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশবিরোধী প্রচারণা, গুজব, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকর কনটেন্ট রোধ, মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

□ টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি

- মোবাইল ফোনের সংযোগ সংখ্যা ২০০৮ সালের প্রায় ৪.৫ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০২৩ শেষে প্রায় ১৮.৮৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ১০৯.২৬% এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে প্রায় ৩২% ছিল;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ 'দোয়েল' ল্যাপটপ-এর উদ্বোধন করেন।

- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০২৩ শেষে প্রায় ১৩,১৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি ৭৬.২৭%-এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে প্রায় ২.৭% ছিল; এবং
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ Gbps যা আগস্ট ২০২৩ শেষে ৫,০০০ Gbps অতিক্রম করেছে।

□ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চগতির আরও ১টি নতুন সিথিং লাইন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় বাকেশি-তে HDPE Silicon Duct তৈরির জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক্ট প্ল্যান্টের উৎপাদন ৩,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে নতুন ডাক্ট মেশিন সংযোজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২০,৮৮০.০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৬,০০০.০০ কিলোমিটার, ২,০০০.০০ কিলোমিটার এবং ৭০৬ কিলোমিটার যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- বিটিসিএল-এর MoTN Project ও হাওড়-বাওড় Project এর অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮,৪৮১ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ১৮-৭৮ কি.মি. ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার মূল্য প্রায় ৪৯.৬৩ কোটি টাকা;
- বাকেশি হতে বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ২৮,০৭১.২২৮ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর উপস্থিতিতে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বিএসসিএল এবং ফ্রান্সের এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএএসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম-সম্পর্কিত সহযোগিতার বিষয়ে লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরিত হয়।

- আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনে ‘কানেক্টেড বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পে ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা;
- ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 1+6 Tubular Stranding Machine, একটি Continuous Annealing Machine, একটি 800mm Double Twist Bunching Machine এবং একটি Servo-hydraulic Universal Testing Machine (Steel Wire) ক্রয় করা হয়েছে।

□ সাশ্রয়ী ও উন্নতমানের সেবা নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৫ টাকার নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকেরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাঞ্ছিত প্যাকেজ বন্ধকরণ, কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং ডিজিটাল সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে IIG পর্যায়ে প্রতি Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২০০৯ সালের ২৭,০০০ টাকা হতে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বর্তমানে সর্বনিম্ন ২৪৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ TVAS সেবায় ব্যবহৃত Unstructured Supplementary Service Data (USSD) এর জন্য Session Based USSD Pricing নির্ধারণ করা হয়েছে;
- BWA, ISP, PSTN, IPTSP সহ অন্যান্য সকল ANS অপারেটরগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন ANS Operator’s Quality of Service Regulations, 2018 জারি করা হয়েছে;



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

- 'Limiting Exposure to Radiation of Electromagnetic Fields (9kHz to 300GHz)' শীর্ষক একটি খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। EMF-Radiation এর মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিটিআরসি ২ ইউনিট Radiation Measurement Equipment with Monitoring Vehicles ক্রয় করেছে; এবং
- মোবাইল অপারেটরদের Promotional SMS/Campaign এর প্রাপ্তি রোধের জন্য Do Not Disturb (DND) সার্ভিস Activate করার পদ্ধতি জানিয়ে প্রতি মাসে অন্তত একবার গ্রাহকগণকে SMS করার জন্য বিটিআরসি হতে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বাকেশ্বরের উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ২,৪০০ মেট্রিক টন (মাসে গড়ে ৬০০ কিলোমিটার) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনসুলেটেড ওয়্যার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যান্টটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। এ পর্যন্ত লক্ষাধিক ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর বাংলাদেশ শিক্ষা বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থায় ২০০৯ সালে ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্ল্যান্ট ৮ (আট) প্রকারের মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন করা হয়। এ পর্যন্ত ডেসকো'র নিকট বিভিন্ন প্রকারের মোট ৪,৬৭,৬৬১টি, ডিপিডিসি'র নিকট ১,০০,০০০টি এবং আরইবি'র নিকট ৩০,৫০০টি মিটার বিক্রয় করা হয়েছে। ডেসকো এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন সমিতিতে মিটার সরবরাহ করা হচ্ছে। ডেসকো'তে ১ (এক) লক্ষ স্মার্ট মিটার সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; টেশিসে ২০০৯ সালে মোবাইলের ব্যাটারি ও ব্যাটারি চার্জার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি., টেলিটক বাংলাদেশ লি: এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লি: এ ডিভলপ্‌মেন্ট, বাংলাদেশ বেতারে টেলিকম ইকুইপমেন্ট স্থাপন ও সরবরাহ করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে টেলিভিশন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি: এ বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহের লক্ষ্যে টেশিসে প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে (SRDL) ২য় ফেইজ প্রকল্পে ১৫,৩০০টি ল্যাপটপ ৯০০টি স্কুলে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

□ টেলিযোগাযোগ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ

- অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত SIM ও যন্ত্রপাতি জব্দ করা সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এরূপ ২টি অভিযান পরিচালনাপূর্বক ১টি মামলা করা হয়েছে;
- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM Box Detection System স্থাপন করা হয়েছে। SIM Box ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্তকৃত SIM দ্রুততম সময়ে বন্ধ করা হয়ে থাকে;
- বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক অপারেটররা Self-Regulation পদ্ধতি প্রয়োগ করায় অবৈধ কল টার্মিনেশনে SIM এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে;



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখ পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের উদ্বোধন করেন।

- অবৈধ কল টার্মিনেশন কার্যক্রম রোধকল্পে Bi-Lateral Connectivity সমূহ বিচ্ছিন্নকরণ, ISP ও IIG Bandwidth নিয়মিত পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল টার্মিনেশনের চার্জ সমন্বয় এবং VSAT এর ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে ও বিটিআরসি'র কঠোর নজরদারির কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কলরেটের নিম্নে যাতে কোন IGW বৈদেশিক কল আদান-প্রদান করতে না পারে, সেলফো স্কল IGW অপারেটরদেরকে মাসিকভিত্তিতে তাদের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Local and Foreign Currency account) তথ্যাদি বিটিআরসিতে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- অবৈধ টার্মিনেশনে ব্যবহৃত SIM এর সংখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে জরিমানা করার প্রথা চালু করা হয়েছে; নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‍্যাব এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে; এবং
- Caller ID Spoofing রোধে সকল অপারেটরে প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে; দেশের সকল বৈধ সেটের International Mobile Equipment Identity (IMEI) ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের সুবিধাসহ একটি NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন।

□ ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তৃতিকরণ

- 'পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৮০০০টি গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরকে Digital Center হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা ও সুবিধা প্রদান, বিদেশ হতে আগত রেমিটেন্স সুবিধা প্রদান, ওয়েব ক্যামের মাধ্যমে বিদেশের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথোপকথনের সুবিধা প্রদান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সুবিধা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র পূরণের সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;



স্থান : গণভবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে নবনির্মিত আধুনিক ডাক ভবনের ভার্চুয়াল শুভ উদ্বোধন করেন।

- ডাক অধিদপ্তরের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সার্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে; তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং ১২৭৩টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ‘ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে; মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন আধুনিক ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করে প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন সনাতন মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহকে প্রতিস্থাপনপূর্বক আটিক্যাল, সার্টিং ও বিলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে পোস্টাল গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ব্যাংক হিসাব ছাড়াই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের জন্য ট্রানজেকশন নিশ্চিতকরণে ডাকঘরের মাধ্যমে ‘ডাক টাকা’ চালু করা হয়েছে। ডাকঘরে গিয়ে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে মাত্র ২ টাকা দিয়ে হিসাব খুলে এ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। ডাক টাকা ব্যবহার করে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, অ্যাপ ও এমপিওএস-সহ কেনাকাটা বা লেনদেনে বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ডাকঘরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কিনে এই হিসাবে ক্যাশ ইন (টাকা জমা দেওয়া, পাঠানো) এবং ক্যাশ আউট (টাকা ওঠানো) করা যায়। ফলে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে লেনদেনও সম্ভব;
- ‘নগদ’ সার্ভিসটি বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের একটি ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয়; গত মে ২০১০ হতে ডাক অধিদপ্তর বাণিজ্যিকভাবে ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সেবা প্রবর্তন করে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০টি বিভিন্ন শ্রেণির ডাকঘরে এ সার্ভিসটি চালু রয়েছে। বর্তমানে ‘নগদ’ সেবার গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের ‘নগদ’ এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে;



গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

- গত ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোস্টাল ক্যাশ কার্ড উদ্বোধন করেন এবং ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। সকল জেলা উপজেলা ডাকঘরসহ দেশে ৮৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। এ সেবার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমা প্রদান ও স্থানান্তর করা যায়। ডাক অধিদপ্তর সোনালী ব্যাংকের সাথে এ সার্ভিসকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কো-ব্র্যান্ডিং করছে;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মায়াদের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে;
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁও-এ আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন নতুন ডাক ভবনের উদ্বোধন করেন;
- ৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং চিলিং চেম্বার সম্বলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডাকঘরে ২৫০০০ পিওএস মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে;
- সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ পর্যন্ত ২০টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বপ্নের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা ডাকঘরে একটি এমএন্ডএসও স্থাপন করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকার ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। জিইপি গ্রামীণ ডাকঘর পর্যন্ত ইস্যু এবং বিলির কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে গ্রাহকগণ দ্রুততম সময়ে তাদের ডাক দ্রব্যাদি পেতে পারেন; এবং
- ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন।



□ আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও স্বীকৃতি

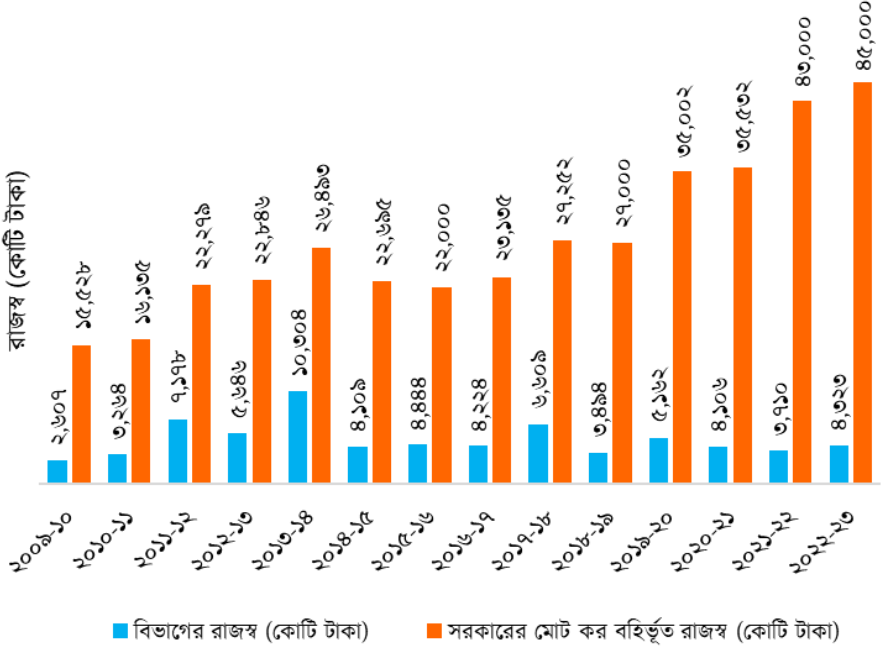
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বাংলাদেশের পক্ষে টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও জোট যেমন: ITU, UPU, ITSO, GSMA, CTO, APT, WEF, ICANN, IANA, APNIC ইত্যাদির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় করে থাকে;
- ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে;
- ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়; বাংলাদেশ ২০১৬ এর অক্টোবরে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭তম সভার আয়োজন করেছে;
- ডাক অধিদপ্তর eAsia Award প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি)-এর নিকট হতে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট Postal Cash Card: Banking for Unbanked People-এর জন্য রৌপ্য পদক লাভ করেছে;
- বাংলাদেশ ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৬তম কংগ্রেসে পোস্টাল অপারেশনস কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করছে; Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) ও বিটিআরসি যৌথভাবে ঢাকায় ৭-৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে;
- ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছে; Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়েছে;
- থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প Excellence Award লাভ করেছে; গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ডাক অধিদপ্তর এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award লাভ করেছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ 'ভিশন ২০২১' প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তিনি ২০০৭ সালে ডেভোভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক বিশ্বের ২৫০ জন তরুণ বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় ২০১৬ সালে তাঁকে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়;
- হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড, ২০১৯-এ বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসিকে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট এপ্রিসিয়েশন' প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে স্থাপিত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনটির জন্য বাংলাদেশ 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' সার্টিফিকেট লাভ করে;



- ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের জন্য ডাক বিভাগকে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)-এর Digital Opportunity Category-তে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে;
- ডারবানে অনুষ্ঠিত 'ITU Telecom World Award 2018' এ বিসিএসএল উদ্ভাবনী তথ্যপ্রযুক্তি সমাধানের ব্যবহার, প্রসার এবং সামাজিক প্রভাবের জন্য 'Recognition of Excellence' পেয়েছে। এছাড়া, বিসিএসএল '2018 ASOCIO ICT Award'-এ 'Outstanding ICT Company Award' এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে;
- WSIS Prizes 2021 প্রতিযোগিতায় বিটিআরসি'র "Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)" প্রকল্পটি Action Line C5 ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী গত ১৮ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "WSIS Prizes 2021" ভার্সুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন;
- এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ 'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হন;
- প্রযুক্তি বিকাশ ও প্রয়োগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অসমান্য অবদান রাখাসহ প্রযুক্তি ব্যবহারে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ASOCIO Environmental, Social & Governance Award 2022 অর্জন করে;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ অর্জনে ডিজিটাল সংযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ITU/ UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development কর্তৃক প্রবর্তিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 (Make Broadband Affordable) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালে আংশিক এবং ২০২১ সালে সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। Broadband Advocacy Target-2 এর মূল চাহিদা হলো ২০২৫ এর মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহে এন্ট্রি লেভেলের ব্রডব্যান্ড সেবার মূল্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI) Per Capita) এর ২% এর নীচে নামিয়ে আনা;
- International Telecommunication Union (ITU) গত ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 প্রকাশ করে। সূচকে বাংলাদেশ ১৮২টি বিবেচিত দেশের মধ্যে ৫৩তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের GCI-তে ১৭৫টি বিবেচিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮তম।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্সে (এনআরআই) ১৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। বাংলাদেশের সবল দিক হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার, সাক্ষরী মূল্য, টেলিযোগাযোগ সেবায় বিনিয়োগ, ডিজিটাল লেনদেনে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমিয়ে আনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপ-সত্ত্ব 'অ্যাক্সেস'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৮তম; এবং
- ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই)-এর ২০২২ সংস্করণে বাংলাদেশ ২০২০ সংস্করণের তুলনায় ০৮ ধাপ এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। অনলাইন সার্ভিস, হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এই তিন উপসূচকেই দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে।



□ সরকারের মোট কর বহির্ভূত রাজস্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্বের অংশ



তথ্যসূত্র: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং Bangladesh Economic Review, 2015, 2023;

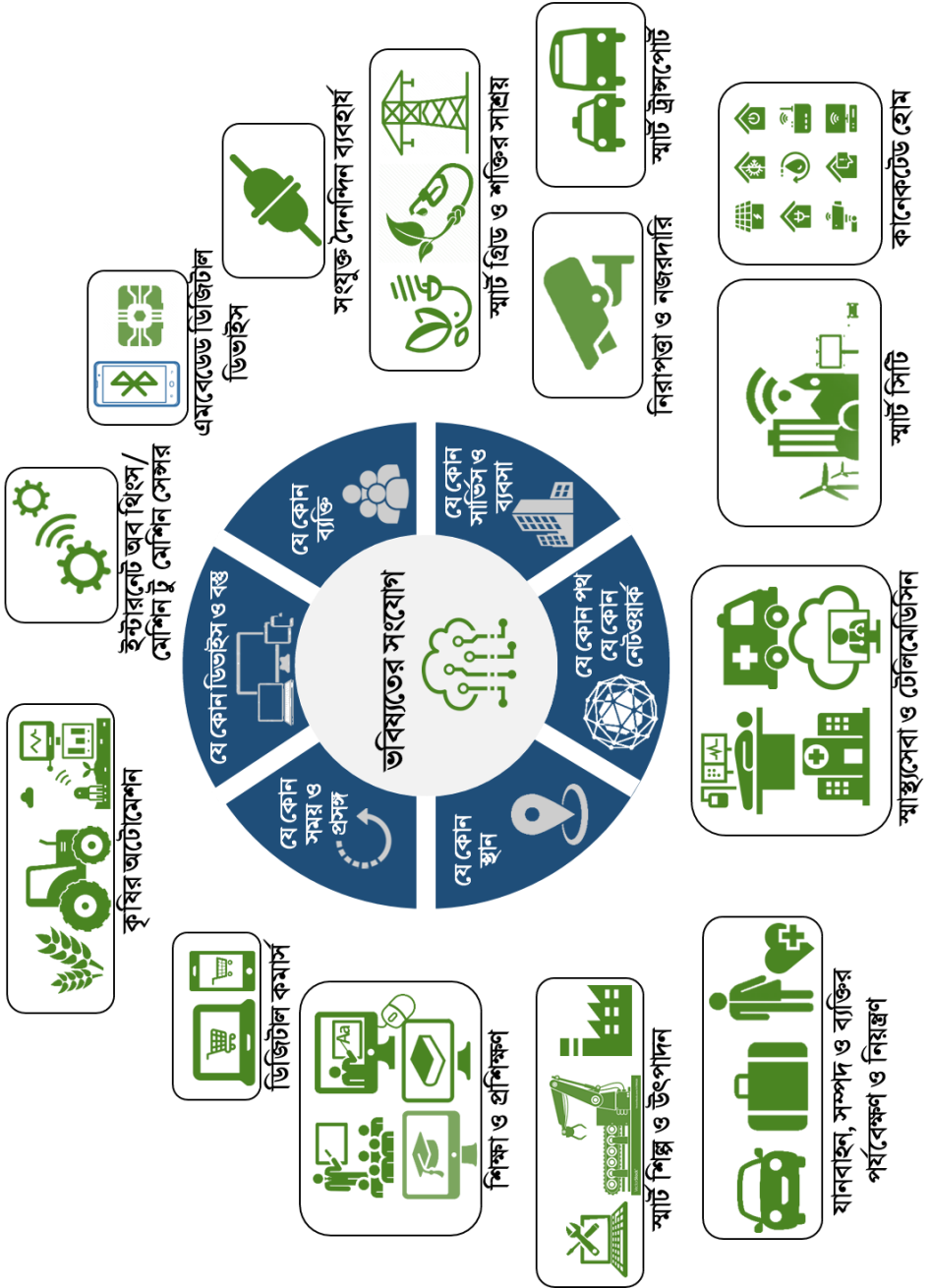
সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আদায় হয়ে থাকে। কর রাজস্বের ক্ষেত্রেও টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী, ব্যবহারকারী, পরিবেশক, সরবরাহকারী ও মূল্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর, এক্সাইজ কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক কর, সারচার্জ, কর্পোরেট কর, আয়কর ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত অর্থের বড় ভূমিকা আছে।



‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ উদ্যোগের আলোকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

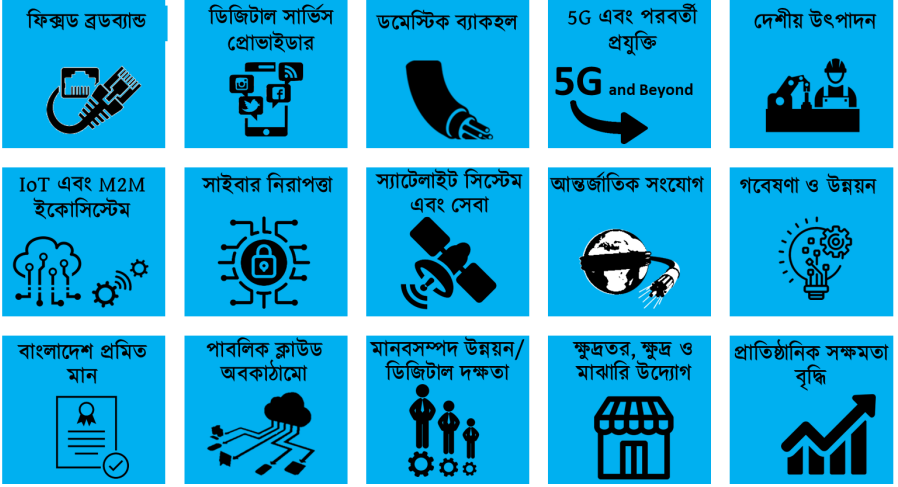


ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ





স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী ডিজিটাল সংযোগ ও ইকোসিস্টেম নিশ্চিতকরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কৌশলগত ক্ষেত্রসমূহ



□ স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
১. ডিজিটাল রূপান্তর					
(ক)	টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য একটি সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর কৌশলপত্র প্রণয়ন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	—	—
(খ)	ডিজিটাল রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়নে একটি পর্যায়ক্রমিক ও সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	—	—
(গ)	জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেলিযোগাযোগ/ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পুনঃবিন্যাস;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	—	—
(ঘ)	ন্যূনতম সময়ে শিল্পখাতে ডিজিটাল রূপান্তরে নির্দেশনা, নির্দেশিকা, বিধি/প্রবিধান এবং অন্যান্য আইনি কাঠামো হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	—	—



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
২. স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী ডিজিটাল সংযোগ ও সেবা নিশ্চিতকরণ					
(ক)	ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং ‘রূপকল্প ২০৪১’ এর প্রেক্ষাপটে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯ হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	.	.
(খ)	দেশের প্রতিটি খানায় (Household) উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(গ)	দেশের প্রতিটি পাবলিক ইনস্টিটিউশনে (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, পাঠাগার, মসজিদ ইত্যাদি) উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঘ)	শিল্পাঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ, আইওটি, ক্লাউড পরিষেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম সহজলভ্য করা;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	☑
(ঙ)	উদীয়মান প্রযুক্তিভিত্তিক পরিষেবার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তাতে বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	☑
(চ)	পরিষেবা সরবরাহকারীদের নেটওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক রূপান্তরের জন্য লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংস্কার;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	.
(ছ)	দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে স্মার্ট কারখানা ও স্মার্ট উৎপাদন পাইলটিং এ সহযোগিতা ও সমন্বয়;	স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	.
(জ)	দেশের বিভিন্ন স্থানে ‘স্মার্ট সিটি’ এবং ‘স্মার্ট এগ্রিকালচার’ উপযোগী সেবা পাইলটিং করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	.



ক্রমিক	কার্যক্রম	স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
৩. 5G ও ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক					
(ক)	বর্তমান টেলিযোগাযোগ/ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং সেবাসমূহের মূল্যায়নপূর্বক এবং এর উপযুক্ত সেবা প্রদানে মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(খ)	5G নেটওয়ার্কের জন্য ২০৩০ পর্যন্ত স্পেকট্রাম বরাদ্দের রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(গ)	সারা দেশে বাণিজ্যিক 5G পরিষেবা সহজলভ্যকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(ঘ)	কৃষি, পরিবহন, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও উৎপাদন শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে 5G'র ব্যবহার নিশ্চিত করতে পাইলটিং করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(ঙ)	সমস্ত জেলা এবং মহানগর শহর, শিল্প অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে 5G এর আওতায় আনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(চ)	বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারীগণকে ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক ও সেবার প্রয়োজন অনুসারে অবকাঠামোগত উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
৪. আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিক ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি					
(ক)	ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক, সেবা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে International Long Distance Telecommunication Service Policy , 2010 পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(খ)	বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার এবং প্রত্যাশিত উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সাবমেরিন এবং টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের সংযোগ/ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(গ)	নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিশ্চিতত দেশের আন্তর্জাতিক ক্যাবলগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(ঘ)	সম্ভাব্যতা অনুযায়ী দেশের সমস্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং ক্রমান্বয়ে তা গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ঙ)	প্রত্যন্ত, নদীচর, উপকূলীয়, দ্বীপ এবং পার্বত্য অঞ্চলে অপটিক্যাল ফাইবার/মাইক্রোওয়েভভিত্তিক ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দুর্গম স্থানে স্যাটেলাইটভিত্তিক পরিষেবার বিস্তার;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(চ)	আন্তর্জাতিক ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনসমূহে পর্যাপ্ত ব্যাকহল ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ছ)	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাকহল ট্রান্সমিশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি উন্নীতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(জ)	ট্রান্সমিশন ক্যাবলসমূহের নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
৫. মহাকাশ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার					
(ক)	দেশের উন্নয়নে মহাকাশ প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে একটি সামগ্রিক জাতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার কৌশলপত্র প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(খ)	সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশে সহায়তার জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সমন্বয়;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	.	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(গ)	সড়ক ও নৌ পরিবহন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্যাটেলাইটভিত্তিক প্রযুক্তি ও সেবার ব্যবহার প্রচলন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(ঘ)	বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের স্যাটেলাইটভিত্তিক প্রযুক্তি ও সেবার উদ্ভাবনী ব্যবহার ও প্রয়োগে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঙ)	স্যাটেলাইট সেবার ভবিষ্যৎ বহুমুখী চাহিদা বিবেচনায় ২০২৪ সালের মধ্যে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২’ উৎক্ষেপণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(চ)	মহাকাশ প্রযুক্তিতে দেশীয় সক্ষমতার বিকাশ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং দক্ষতা অর্জনে বিশেষায়িত কর্মসূচি গ্রহণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ছ)	স্যাটেলাইটভিত্তিক পরিষেবাগুলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নদীচর, উপকূলীয়, পার্বত্য এবং দ্বীপাঞ্চলে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(জ)	দুর্যোগ ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে স্যাটেলাইট পরিষেবা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঝ)	স্পেস সেক্টরে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহ প্রদান;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঞ)	স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশন সক্ষমতা বাড়ানো;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ট)	অন্যান্য স্যাটেলাইট অপারেটরদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঠ)	ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং অরবিটাল স্লটে বাংলাদেশের দাবি প্রতিষ্ঠা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ড)	স্পেস সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঢ)	স্পেকট্রাম এবং কক্ষপথ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিস্থিতিগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মান ও পদ্ধতি প্রণয়ন/নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
৬. Internet of Things (IoT) and Machine to Machine (M2M) প্রতিবেশ সৃষ্টি					
(ক)	IoT/M2M এর জন্য বিশ্বমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানীয় মান ও পদ্ধতি নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(খ)	IoT/M2M এর লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত স্পেকট্রাম নির্ধারণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(গ)	প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জাতীয় নান্দারিং প্ল্যান পর্যালোচনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(ঘ)	আন্তঃ-অপারেটর রোমিং এবং আন্তঃ নেটওয়ার্ক মবিলিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য যথাযথ গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(ঙ)	গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে এবং KYC এবং গ্রাহক সনাক্তকরণের সম্পর্কিত বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(চ)	IoT/M2M এর জন্য নিরাপত্তা ও Lawful Interception নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ছ)	স্থানীয় পর্যায়ে IoT/M2M সংশ্লিষ্ট ডিভাইস ও সরঞ্জাম উৎপাদন/ সংযোজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(জ)	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ঝ)	বিভিন্ন খাতে বিশেষত স্বাস্থ্য, কৃষি, সুরক্ষা এবং নজরদারি ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে IoT/M2M ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং সুবিধার বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
৭. টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষা					
(ক)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধ ও হুমকি হতে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং সাইবার আক্রমণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো সুরক্ষার পাশাপাশি নাগরিকের ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাংকিংসহ আর্থিক তথ্যের নিরাপত্তায় যথাযথ আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ক্রমিক	কার্যক্রম	স্মার্ট বাংলাদেশ*- এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টাগেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(খ)	ডিজিটাল-স্পেসে তথ্য এবং তথ্য অবকাঠামো রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও সহযোগিতার সমন্বিত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাইবার অপরাধের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সাইবার হুমকির ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান, আক্রমণতা (vulnerability) কমানো এবং সাইবার আক্রমণ থেকে ক্ষতি কমানোর সক্ষমতা গড়ে তোলা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(গ)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারিগরি এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (Technical and Procedural Measures), প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Structures), সক্ষমতা অর্জন (Capacity Building) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Cooperation) এর বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ঘ)	টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধ এবং তদম্পর্কিত টেলিযোগাযোগ ও এর প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহের অপব্যবহার প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ঙ)	টেলিযোগাযোগ নিরাপত্তা নীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিশ্চয়তা কাঠামো (assurance framework) সৃজন করা হবে এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা মানসমূহ (security standards) এবং অনুসরণীয় চর্চাসমূহের (best practice processes) প্রতিপালনে মান অনুসরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (conformity assessment process) চালু;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(চ)	দেশে একটি নিরাপদ ডিজিটাল প্রতিবেশ (cyber ecosystem) সৃজনসহ অর্থনীতির সকল খাতে টেলিযোগাযোগ ও এর ব্যবহারিক প্রযুক্তি আত্মীকরণের জন্য টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং তথ্য আদানপ্রদানের উপর পর্যাপ্ত আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(ছ)	অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(জ)	নিরাপত্তা হুমকির প্রারম্ভিক সতর্কবাণী, আক্রমণ্যতা ব্যবস্থাপনা (vulnerability management) ও নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে যথাযথ সাড়া প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা;	স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(ঝ)	টেলিযোগাযোগ পরিচালনাকারীদের জন্য International Telecommunication Union (ITU) এবং European Telecommunication Standards Institute (ETSI), Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), Internet Engineering Task Force (IETF), Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission Joint Technical Commission-1 (ISO/IEC JTC 1), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), Open Mobile Alliance (OMA), Trusted Computing Group (TCG), 3rd Generation Partnership Project (3GPP / 3GPP2) ইত্যাদির মানসহ আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সুরক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	.	.
(ঞ)	ব্যবস্থাপনা/গভর্ন্যান্স; স্থপতি/নকশাকার (ডিজিটাল অবকাঠামো, সফটওয়্যার, যাচাই এবং অনুমোদনের অবকাঠামো ইত্যাদি); প্রশাসক/পরিচালনাকারী (সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম প্রশাসক, টেলিকম/নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার); নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; ডিজিটাল সিস্টেমে সমন্বয়কারী; সফটওয়্যার ডেভেলপার; ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার অপিগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সুরক্ষার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
৮. স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বিভাজি হ্রাসকরণ					
(ক)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল প্রমিত মান প্রণয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(খ)	জাতীয় টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল মান নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন, আইন এবং নীতিমালা পর্যালোচনা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(গ)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল পণ্য আমদানি, মূল্য সংযোজন ও দেশে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রমিত মান অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	.
(ঘ)	‘বাংলাদেশ প্রমিত মান’-এর ভিত্তিতে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঙ)	আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ডিজিটাল মান-উন্নয়ন/নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(চ)	প্রমিত মান প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে শিল্প এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিতকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ছ)	উচ্চ শিক্ষায় (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স) টেলিযোগাযোগ/ডিজিটাল মান প্রণয়ন সংক্রান্ত কোর্স এবং পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(জ)	দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে মান প্রণয়ন ও যাচাই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঝ)	মান অনুসরণ (compliance), কর্মদক্ষতা (performance), আন্তঃ কার্যোপযোগিতা (interoperability), জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, Electro-Magnetic Field (EMF), Electro-magnetic Interference (EMI) এবং Electromagnetic Compatibility (EMC) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মান যাচাই এবং প্রত্যয়নে (testing and certification) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	.
(ঞ)	টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল খাতের মান প্রণয়নের সাথে জড়িত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	ট্যাগেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
৯. টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট ক্লাউড অবকাঠামো					
(ক)	ক্লাউড ফ্রেমওয়ার্ক, মান, ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষা দিক, তত্ত্বাবধানের নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সাথে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উপযুক্ত পাবলিক ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রত্যয়ন/ স্বীকৃতির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সৃজন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(খ)	প্রচলিত ব্যবস্থার রূপান্তর এবং মাইগ্রেশনের নীতি প্রণয়ন;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(গ)	পরিমাপযোগ্য পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে রূপান্তর এবং একত্রীকরণ শুরু করা;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(ঘ)	সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের জন্য প্রচারসহ সরকারি সংস্থা, স্নাতকোত্তর ব্যক্তি এবং এসএমইদের জন্য ক্লাউড/এজ কম্পিউটিং ও অবকাঠামোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঙ)	ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ডেটা, গোপনীয়তা, পাবলিক আর্কাইভ, বুককপিং ইত্যাদির সুরক্ষার আইনী সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে যথাযথ বিধান প্রণয়ন।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার,	☑	.	.
১০. ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ দূরীকরণ					
(ক)	শহর ও গ্রামীণ এলাকা নির্বিশেষে সারা দেশে উচ্চ গতির এবং সাশ্রয়ী ডিজিটাল সংযোগ বিস্তৃত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(খ)	সকল নাগরিকের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল ডিভাইস সহজলভ্য করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(গ)	স্থানীয় ভাষায় অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু তৈরি এবং বিতরণ;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(ঘ)	ব্যবহারকারী বান্ধব পদ্ধতিতে ডিজিটালভাবে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি খাতের পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(ঙ)	ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের সচেতন করাসহ কীভাবে সেগুলি থেকে সুবিধা অর্জন করা যায় সে বিষয়ে প্রচার চালানো;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑
(চ)	নতুন প্রজন্মের জন্য কারিকুলাম উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়;	স্মার্ট নাগরিক	☑	☑	☑
(ছ)	ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাকে মৌলিক সাক্ষরতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	স্মার্ট নাগরিক	☑	☑	.
(জ)	বৈষম্যহীন, সাশ্রয়ী, ব্যবহারে সহজ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নিরাপদ প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য নাগরিকদের নাগরিক অধিকার যেমন তথ্যের অধিকার, আইনসম্মত উপায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তাকে শক্তিশালীকরণ।	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	☑	☑

১১. ডিজিটাল দক্ষতার চাহিদা পূরণ

(ক)	ডিজিটাল দক্ষতা পরিমাপের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক সূচকসহ একটি মূল্যায়ন কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	☑	.	.
(খ)	ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান নীতি এবং কৌশলগুলি পর্যালোচনা;	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(গ)	শিক্ষার্থী, সমাজ এবং অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক এমন ডিজিটাল দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারকগণের সাথে সমন্বয়;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঘ)	দক্ষতা বিকাশে নিয়োগকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(ঙ)	শিক্ষার সমস্ত পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও কারিকুলাম/কোর্সে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা নিশ্চিত করা;	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি	☑	☑	
(চ)	টেলিযোগাযোগ খাতে বিশেষায়িত ডিজিটাল দক্ষতার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন।	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	☑	
১২. স্থানীয় উৎপাদন ও গবেষণা ও উন্নয়ন					
(ক)	উচ্চমানের নতুন পণ্য ও সরঞ্জাম উন্নয়নে উৎপাদনকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, শিক্ষায়তন, সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের (stakeholders) মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(খ)	স্থানীয়ভাবে সংযোজিত বা উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণে উদ্যোক্তাগণকে সহায়তাকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(গ)	আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ও সরঞ্জাম (equipment) বিক্রেতাগণকে বাংলাদেশে তাদের অর্থবহ অবস্থান (meaningful local presence) গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ;	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
(ঘ)	টেলিযোগাযোগ গবেষণা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;	স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	.
(ঙ)	আমদানীকৃত টেলিযোগাযোগ পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যূনতম পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনকে (value addition) উদ্বুদ্ধ করণ।	স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার	☑	☑	☑
১৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার					
(ক)	সেবার একীভূতকরণ (Convergence) এবং ডিজরাপটিভ প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকা বিবেচনা করে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি পুনর্মূল্যায়ন;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	.
(খ)	সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির জন্য কৌশলগত নির্দেশনা অনুসারে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;	স্মার্ট সরকার	☑	☑	.



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টাগেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(গ)	ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমস্ত জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা, নেটওয়ার্ক এবং প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল বিভাজন, পরিষেবা প্রদানকারী এবং সরকারি সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ এবং পরিষেবাগুলির বিষয়ে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ।	স্মার্ট সরকার	☑	☑	.

১৪. ডাক খাতের উন্নয়ন

(ক)	ডাক মাণ্ডল এর ডাইনামিক ক্যালকুলেটর	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(খ)	বান্ধ মেইল এড্রেস (বিল) রি-অর্গানাইজ পোর্টাল	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(গ)	পোস্টেজ পেইড প্রি-বুকিং আর্টিক্যাল লেবেল	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঘ)	ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঙ)	জি আর পি এর সমন্বয়ে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(চ)	ইএমটিএস (মোবাইল মানি অর্ডার) এর এজেন্সি ও কমিশনিং মডেল	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ছ)	স্মার্ট চেক এন্ড এডভাইস প্রিন্টিং সল্যুশন সকল জিপিওতে সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(জ)	সারা দেশের জন্য ‘স্মার্ট সাচ অব পোস্ট কোড’	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঝ)	‘স্মার্ট পোস্টাল আইডি’ মডেল প্রবর্তন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঞ)	সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য ‘মাই পোস্ট কোড’	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ট)	ঢাকা শহরের জন্য ‘স্মার্ট বিট ম্যাপ’	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঠ)	‘স্মার্ট মেইল রুট ম্যাপ’	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ড)	প্রধান মেইল লাইনসমূহের স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ট্র্যাকিং	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ঢ)	“ডিজিটাল কমার্স সেবা উদ্যোক্তা” প্রবর্তন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ণ)	‘র‍্যাপিড রানার’ প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ত)	‘লেভারেজড ডেলিভারি’ প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার	☑	.	.



ক্রমিক	কার্যক্রম	'স্মার্ট বাংলাদেশ'- এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টাগেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(থ)	জিপিও সমূহে 'স্মার্ট পোস্ট বক্স' স্থাপন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(দ)	জিপিও সমূহে 'স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক' স্থাপন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ধ)	চিলার (Chiller) বক্স সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ন)	স্মার্ট ডেলিভারি ইন 'স্মার্ট পোস্ট বক্স' মডেল তৈরি	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(প)	'স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক' এর মডেল তৈরি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ফ)	ফরেন আর্টিক্যাল ইনপুট পোর্টাল ফর সিটিজেন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ব)	স্মার্ট স্ট্যান্ড স্টকিং, সাপ্লাই এন্ড ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ভ)	ডিজিটাল ফান্ড ট্রান্সফার ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ম)	ফিলাটেলিক ই-কমার্স	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(য)	ডাকঘরের সাথে যোগাযোগ ও অবস্থান নির্ণয়ে 'ডাক যোগাযোগ' এ্যাপ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(র)	ডিজিটাল পোস্টাল অর্ডার	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ল)	অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে ডাক জীবন বীমার প্রিমিয়াম জমা	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(শ)	অনলাইনে সকল ধরনের পোস্টাল পেমেন্ট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(ষ)	কিউ আর বেইজড ভ্যালিডেশন অব পোস্টাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	☑	.	.
(স)	সকল পেশাজীবী নাগরিকের 'স্মার্ট পোস্টাল আইডি' বিতরণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(হ)	'পোস্টাল কাস্টমার স্মার্ট প্রোফাইল'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(ড়)	সারা দেশের জন্য 'মাই পোস্ট কোড'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(ঢ়)	সারা দেশের জন্য 'স্মার্ট বিট ম্যাপ'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(য়)	'স্মার্ট ভার্সুয়াল মেইল ড্রপ বক্স'	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কক)	'স্মার্ট মেইল রুট ম্যানেজমেন্ট'	স্মার্ট সরকার	.	☑	.



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- এর সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(কখ)	সারা দেশের মেইল ক্যারিং ভেহিকলসমূহের স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ট্র্যাকিং	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কগ)	‘ডিজিটাল কমার্স সেবা উদ্যোক্তা’ সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঘ)	এজেন্সি/ফ্র্যাঞ্চাইজি পোস্ট অফিস	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঙ)	‘র‍্যাপিড রানার’ সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কচ)	‘লেভারেজড ডেলিভারি’ সম্প্রসারণ	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কছ)	সারা দেশে ‘স্মার্ট পোস্ট বক্স’ সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কজ)	সারা দেশে ‘স্মার্ট আর্টিক্যাল ইস্যু কিয়স্ক’ সম্প্রসারণ	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঝ)	‘স্মার্ট ডেলিভারি ডিভাইস’ প্রবর্তন	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঞ)	চিলার (Chiller) ভেহিকল	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কট)	এয়ারপোর্ট মেইল আউটলেট	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঠ)	স্মার্ট কিউ ম্যানেজমেন্ট	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কড)	চব্বিশ ঘন্টা উইন্ডো ডেলিভারি	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কঢ)	চব্বিশ ঘন্টা কল সেন্টার	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কণ)	নিজস্ব রিসোর্স এন্ড সুপারভাইজরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কত)	স্মার্ট মোবাইল পোস্ট অফিস	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কথ)	স্মার্ট একাডেমি এন্ড ট্রেনিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কদ)	সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ভার্সুয়াল মডিউল	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কধ)	সেন্ট্রাল ট্রেনিং পোর্টাল (ডাকপাঠ)	স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কন)	ডিজিটাল মানি ওয়ালেট	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.
(কপ)	সকল ব্যাংকের রুরাল স্মার্ট এজেন্সি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	☑	.



ক্রমিক	কার্যক্রম	‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এর সংশ্লিষ্ট স্তর	টার্গেট		
			স্বল্পমেয়াদী (২০২৫)	মধ্য মেয়াদী (২০৩১)	দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১)
(কফ)	সকল বীমার রুরাল স্মার্ট এজেন্সি	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(কব)	স্মার্ট কালেকশন অব ক্যাশ ফ্রম হোম	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	<input checked="" type="checkbox"/>	.
(কভ)	স্মার্ট ফিজিক্যাল মেইল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কম)	স্মার্ট ভার্চুয়াল মেইল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কয)	ন্যাশনাল ফ্যাসিলিটেটেড মেইল ইকোসিস্টেম	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কর)	গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট ট্রান্সফার ইকোসিস্টেম	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কল)	ন্যাশনাল ডিজিটাল কমার্স ইকোসিস্টেম	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কশ)	মেকানাইজড মেইল এন্ড পার্সেল সার্টিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কষ)	অটোমেটেড মেইল এন্ড পার্সেল সার্টিং সেন্টার	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কস)	স্মার্ট লজিস্টিক্স এন্ড আর্টিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কহ)	স্মার্ট প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট অব পোস্টাল রিসোর্স	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কড)	পোস্ট অফিস এন্ড ডোরস্টেপ	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কঢ়)	স্মার্ট পোস্টাল হিউম্যান রিসোর্স	স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>
(কয়)	পোস্টাল ইকোসিস্টেম ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন	স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>



২০০৯-২০২৩ সময়কালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, গাজীপুর এবং সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, বেতবুনিয়া উদ্বোধন করেন।



গত ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিশ্রুত চুক্তি হস্তান্তর করছেন বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা গত ০৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবন কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৫০ পূর্তি (সুবর্ণজয়ন্তী) উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন।



গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে আগারগাঁও-এ নবনির্মিত ডাক ভবন উদ্বোধনের প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ডাক ভবনের রেল্লিকা হস্তান্তর।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের আইসিটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় আইটিইউ প্রদত্ত 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' গ্রহণ করেন।



'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে আইসিটি খাতকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬'-তে ভূষিত হন। ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং আমেরিকার কানেকটিকাটের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস কর্তৃক সম্মিলিতভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাননীয় উপদেষ্টা গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত ‘ITU Telecom World Awards 2018 Recognition of Excellence’ হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টেলিযোগাযোগ খাত ও ডিজিটাইজেশনে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদত্ত ‘দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট এপ্রিসিয়েশন’ ও ‘দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স’ পুরস্কার দুটি হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।



‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রদত্ত ‘ট্রান্সফার অফ টাইটেল’ গত ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সেবা ‘নগদ’ উদ্বোধন করেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গণভবনে মোবাইল নম্বর পোর্টাবিলিটি সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ১৮ মে ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'WSIS Prizes 2021'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে Central Bio-metric Verification and Monitoring Platform (CBVMP) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের ক্যাপাসিটি আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।



গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে SIM নিবন্ধনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।



ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016 এর প্রদর্শনীতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' Theme-এ নির্মিত বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন।



যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের অরল্যান্ডোর কেনেডি স্পেস সেন্টারের কেপকেনাভেরাল-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের পূর্বে অপেক্ষমাণ নেতৃত্বদ ও কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ।



প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আহমেদ ওয়াজেদের উপস্থিতিতে গত ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডাক অধিদপ্তর, টেলিটক এবং বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে সেবা আদান-প্রদানের বিষয়ে সোনালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের পৃথক তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।



গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ প্রত্যন্ত দ্বীপ/চর এলাকার একটি বিদ্যালয়ে স্থাপিত VSAT নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ই-শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ এর সফল উৎক্ষেপণ দৃশ্য।



ফ্রান্সের থালেস এলেনিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ম্যানুফ্যাকচার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।



গত ৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর কার্যালয়ে স্যাটেলাইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস 'ট্রান্সফার অফ টাইটেল' হস্তান্তরের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দেয়।



গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১০০, ১৮০০ ও ৯০০ মেগাহার্টজ প্রযুক্তি নিরপেক্ষ তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিটিআরসি কর্তৃক দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরের নিকট 4G সেবার লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ গিগাহার্টজ ও ২.৬ গিগাহার্টজ স্পেকট্রামের তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন।



গত ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।



সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্পের আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারগত ০৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিটিসিএল-এর 'আলাপ' অ্যাপের শুভ উদ্বোধন করেন।



গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিটিআরসি মিলনায়তনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সঙ্গে ফেসবুকের আট সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব, বিটিআরসি'র কমিশনারগণসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফেসবুকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে ফেসবুকের স্থানীয় প্রতিনিধি, রিসেলার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কর দিতে মুসক এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে সম্মত হয়। বৈঠকে ফেসবুক বাংলা ভাষার সঠিক অনুবাদ ও প্রয়োগের বিষয়ে সকল



টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন বা সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদন বা সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক প্রতিবেদন বিষয়ে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিপিএএ।



দেশে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক-২০২৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। ১২টি ক্ষেত্রে ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ডাক ও টেলিযোগাযোগ পদক, ২০২২-এ ভূষিত হয়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জুরি বোর্ড মনোনীত ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ পদক বিতরণ করেন।



কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে ডাক অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর কার্যক্রম জোরদারকরণ।



কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডাক অধিদপ্তরের জরুরি সেবা কার্যক্রম।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধনকালীন ভাষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ জুন ১৯৭৫, শনিবার (১৩৮২ সালের ৩১ জ্যেষ্ঠ) বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। ১৫ জুন ১৯৭৫ তারিখে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রতিবেদনে জাতির পিতার উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন ভাষণের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত ভাষণ নিম্নরূপ:

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ যোগাযোগ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের অগ্রগতির পথে এই পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ হইতে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। এই শুভ দিনে আপনাদের সাথে মিলিত হইতে পারিয়া আমি আনন্দিত।

আধুনিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নয়ন যেখানে অর্থ ও সময় সাপেক্ষ, সেখানে আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষায় টেলিযোগাযোগের সর্বাধুনিক মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে জাপান হইতে যুক্তরাজ্য পর্যন্ত স্থানসীমার মধ্যে টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও টেলেক্স বার্তার সরাসরি আদান-প্রদানের বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি হইবে। এক কথায়, বাংলাদেশ আজ হইতে বিশ্ববাসীর আরও নিকট প্রতিবেশী হওয়ার গৌরব অর্জন করিতে চলিয়াছে।

বেতবুনিয়া উপগ্রহ যোগাযোগ ভূ-কেন্দ্র কানাডা ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বাংলাদেশ যে সকল সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছে, তাহা যথাযথ উন্নয়নকার্য ব্যয় করিতে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে উন্নয়নের অগ্রগতি সহজসাধ্য ছিল না। উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করিতে এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণে আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা চালাইতে হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত রিক্ত, নিঃস্ব দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন দেশের শতহীন সাহায্য আমরা লইয়াছি। এরূপ শতহীন সাহায্য গ্রহণে আমরা প্রস্তুত এবং ইহার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কেও আমরা সর্বদা সচেতন। আন্তর্জাতিক সাহায্যে বাংলাদেশ ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম।

বাংলাদেশ মূলত: একটি বদ্বীপ অঞ্চল। এদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও আবহাওয়া অন্যান্য দেশের সংগে বিচার্য নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল বছরের পাঁচ মাস পানির নীচে থাকে বলিয়া ইহার উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাকী সাত মাস বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য অন্য দেশের বার্ষিক উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের সাত মাসের উন্নয়নের তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা আমাদের সাহায্য প্রদান করেন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে তাঁহাদের সাহায্য দান প্রায়শই সময়োচিত হয় না এবং তা সর্বাধিক প্রয়োজন মেটাতে সর্বদা সক্ষম হয় না। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা কোনো অবস্থাতেই খাটো করিয়া দেখানো চলে না।

এই ভূ-কেন্দ্রটি স্থাপন কার্য সকল প্রতিষ্ঠান, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ অনলস পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যে সকল কর্মী, শ্রমিক ও জনসাধারণ এর নির্মাণের সঙ্গে জড়িত তাহাদের প্রতি জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। বিশেষভাবে কানাডার সরকার, জনগণ এবং আর.সি.এ কানাডা আমাদের ধন্যবাদযোগ্য।

জনাব প্রধানমন্ত্রী, জনাব ডাক ও তার প্রতিমন্ত্রী, মহান্বনবন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া আমি উপগ্রহ যোগাযোগ ভূ-কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করিতেছি।

জয় বাংলা

[উৎস: জাতির পিতার ভাষণটি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব জনাব হরিদাস ঠাকুর।]



দুই সীল-
কেন্দ্র মুদ্রিত স্টাম্প
৫/১/৭২



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.ptd.gov.bd